পণ্ডিতকুলতিলক মহাত্মা

তারানাথ তর্কবাচস্পতির

জীবনচরিত।

শ্রী[illegible] প্রণীত।

কলিকাতা

[illegible]

[illegible]

[illegible] মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible]

মূল্য [illegible] আনা মাত্র।

পণ্ডিতকুলতিলক মহাত্মা

তারানাথ তর্কবাচস্পতির

জীবনচরিত।

শ্রীশরচ্চন্দ্র [illegible] প্রণীত।

কলিকাতা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

IMPERIAL LIBRARY
21.DEC.04
182 Cc.893.2

IMPERIAL LIBRARY

বিজ্ঞাপন।

ইতি পূর্ব্বে আমি সুকুমারমতি বালকদের শিক্ষার জন্য চরিতমালা নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে দেশীয় পঞ্চদশ কৃতবিদ্য মহাত্মা গণের জীবনী লিখিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছি। কিন্তু ঐ পুস্তকে পূজ্যপাদ ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জীবনী অতিশয় সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তজ্জন্য অনেকের মনঃপূত না হওয়ায় কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিয়া স্বতন্ত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া সাধারণে কিছুমাত্র প্রীতি লাভ করিলে শ্রম সফল বোধ করিব ইতি।

কলিকাতা
১৩০০সাল
৬ই আশ্বিন।

শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মা।

পণ্ডিতকুলতিলক মহাত্মা

তারানাথ তর্কবাচস্পতির

জীবনচরিত।

মুখবন্ধাধ্যায়।

পূর্ব্ববাঙ্গালার অন্তঃপাতী বরিশাল জেলায় বৈচণ্ডী নামক গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় বাস করিতেন। নানা শাস্ত্রে তাঁহার এরূপ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা ছিল যে, তাঁহার চতুষ্পাঠী নানাদেশ হইতে সমাগত বিবিধ শাস্ত্রশিক্ষার্থী ছাত্রদিগের পাঠকলরবে নিরন্তর পরিপূর্ণ থাকিত। সুতরাং, তাঁহার কীর্ত্তিজ্যোতিতে ঐ স্থান আলোকময় হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

বহুকাল পূর্ব্বে, রামরাম তর্কসিদ্ধান্তের পূর্ব্বপুরুষেরা যশোহর জেলার অন্তঃপাতী "সারল" নামক গ্রামে বাস করিয়া বিদ্যার্থিগণকে বিদ্যাদান করিতেন। তৎকালে ঐ গ্রাম সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার সর্ব্বপ্রধান সমাজ বলিয়া পরিগণিত ছিল।

ঐ সময়ে যশোহর নগরে সংস্কৃত শাস্ত্রানুরাগী এক প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু নরপতি ছিলেন, তাঁহারই যত্ন ও আগ্রহাতিশয়ে এক সময়ে যশোহর জেলা বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হয়। এক্ষণে আর তথায় সেরূপ দেশীয় স্বাধীন রাজা নাই যে, সংস্কৃত

বিদ্যানুশীলনের উৎসাহ প্রদান করিবেন। ইহার অনেক পরে নবদ্বীপ বঙ্গদেশের মধ্যে বিদ্যানুশীলনের সর্ব্বপ্রধান সমাজ বলিয়া পরিগণিত হয়।

এক সময়ে বর্দ্ধমানাধিপতি তিলকচন্দ্র বাহাদুর কালনায় তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজবাটীর সম্মুখস্থ দীর্ঘিকার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নানা দিগ্‌দেশ হইতে অধ্যাপকদিগকে আনাইয়া সভাস্থ করিয়াছিলেন। রামরাম তর্কসিদ্ধান্তও সভাস্থ হইয়া ষড়্‌দর্শনের বিচারে ঐ সভাস্থ সমস্ত অধ্যাপককে পরাস্ত করেন। ইহাতে বর্দ্ধমানাধিপতি পরম পরিতোষ লাভ করেন, এবং রামরাম তর্কসিদ্ধান্তকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া প্রভূত ভূমি সম্পত্তি প্রদান পূর্ব্বক উক্ত স্থানে বাস করাইয়া ছিলেন। রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত পূর্ব্ব বাঙ্গালা দেশ হইতে আসিয়া কালনায় বাস করেন, এইজন্য স্থানীয় লোকেরা অদ্যাপিও ইহাঁদিগকে বাঙ্গাল ভট্টাচার্য্য বলিয়া ডাকে।

তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি বৃদ্ধাবস্থায় কেবল ঘৃত ও বিল্বপত্রমাত্র আহার করিতেন, অন্য কিছু আহার করিতেন না। কালনায় বাস করিবার কিয়দ্দিবস পরে তিনি তীর্থ পর্য্যটন মানসে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন। পাটনায় উপস্থিত হইয়া তথাকার শাসনকর্ত্তার দেওয়ান রায় বৈদ্যনাথ নামক এক হিন্দুস্থানীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হয়। ঐ সময়ে রায় বৈদ্যনাথ পদচ্যুত অবস্থায় কালযাপন করিতেছিলেন। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় গণনা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, দেওয়ানজী! অদ্য হইতে পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে পর

পুনর্ব্বার তোমার দেওয়ানী কার্য্যের নিয়োগ পত্র আসিবে। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছিল। দেওয়ানজীও তাঁহার কথিতমত ঐ ঘটনা সত্য হওয়ায়, নিরতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। অপর একদিন দেওয়ান বৈদ্যনাথ দুই সহস্র লোকে পরিবৃত হইয়া দরবার করিতে ছিলেন, ঐ সময়ে রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত তাঁহাকে দরবার হইতে ত্বরায় উঠিয়া আসিতে আদেশ করেন। তিনি দরবার-প্রাসাদ হইতে উঠিয়া আসিবামাত্র ঐ দরবার-গৃহ ভূতলশায়ী হয়। এই ঘটনাতে দেওয়ানজী ভক্তিভাবে আপন পুত্রকে তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করাইয়া তাঁহাকে গুরু স্বীকার করিলেন।

ইহাও প্রথিত আছে, এক বৎসর আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই। তন্নিবন্ধন পাটনা সহরের সম্ভ্রান্ত লোকেরা তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়কে অনুরোধ করায় তিনি প্রাতঃকালে এক শিবালয়ে উপবিষ্ট হইয়া জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে তিনি গণনা করিয়া বলিলেন, অদ্য দশ দণ্ডের পর প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইবে। পরে ঠিক উক্ত সময়ে বৃষ্টি হইতে লাগিল, দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দেওয়ান রায় বৈদ্যনাথ, রামরাম তর্কসিদ্ধান্তকে মজঃফরপুরের সন্নিহিত স্থানে এক জমিদারী দেওয়াইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন পাটনার শাসনকর্ত্তা তর্কসিদ্ধান্তের ছাত্রমণ্ডলীর ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক তিন শত টাকা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কিয়দ্দিবস পরে মুরসিদাবাদের নবাবের রাজ্য যাওয়াতেও গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে আজীবন মাসিক ঐ তিন শত টাকা পলিটিকাল্ পেনসন স্বরূপ প্রদান করেন।

তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কালনায় অবস্থিতি করেন। কোন সময়ে তর্কসিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য কোন কার্য্যোপলক্ষে বর্দ্ধমানের ধর্ম্মাধিকরণে গমন করেন; তথায় জজ সাহেব তাঁহার বিশেষ সম্মান করিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই যে, ইতঃপূর্ব্বে যখন ঐ সাহেব পাটনায় অবস্থিতি করেন, তৎকালে অর্থাৎ বৃষ্টিগণনার সময়ে তর্কসিদ্ধান্তের অসাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বর্দ্ধমানে তর্কসিদ্ধান্তকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া তাঁহাকে বর্দ্ধমানের জজপণ্ডিত ও সদর আমিনী পদে নিযুক্ত করেন। রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত প্রত্যহ দ্বাদশ শত ছাত্রকে অধ্যয়ন করাইতেন ও অন্ন বস্ত্র প্রদান করিতেন। ১৭২২ শকাব্দা অথবা ১৮০০ খৃঃ অব্দে কাশীধামে এক শিবস্থাপন এবং একটী বাটী প্রস্তুত করেন। অদ্যাপি ঐ বাটীর নাম শিবশিব ভট্টাচার্য্যের বাটী বলিয়া বিখ্যাত আছে। ঐ মন্দির এক রাত্রিতে প্রস্তুত হয়। রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত অত্যন্ত শৈব ছিলেন, তন্নিমিত্ত সকলে তাঁহাকে শিবশিব ভট্টাচার্য্য বলিয়া ডাকিত। তাঁহার আর একটি নাম বিদ্যাধর ছিল, কারণ তিনি সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার মন্দিরের প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত কবিতাটী খোদিত আছে।

"দ্বিদ্ব্যশ্বচন্দ্রবিমিতেশকাব্দে ক্রীত্বা ত্রিপত্রৈরতিজীর্ণবাটীম্।
শোণেষ্টকাদ্যৈর্নবকাং প্রচক্রে রামেশ্বরার্থং দ্বিজরামরামঃ ॥"

রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী আন্-

কোল নামক্ গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন। কালক্রমে তাঁহার সহধর্ম্মিণী এক পুত্র ও দুই কন্যা প্রসব করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার গর্ভজাত ঐ পুত্রের নাম শিবদাস। পরে তর্কসিদ্ধান্ত পুনর্ব্বার বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী হুস্সুমপুর নামক গ্রামে বিবাহ করেন। তাঁহার ঐ দ্বিতীয়বার পরিণীতা বনিতার গর্ভে দুর্গাদাস ও কালিদাস নামে দুই সন্তান জন্মে।

মহাত্মা তর্কসিদ্ধান্ত শেষাবস্থায় মোক্ষপদ প্রাপ্ত্যভিলাষে কাশী যাত্রা করেন। তথায় কিছুদিন বাস করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। পিতৃবিয়োগের পর ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে দুর্গাদাস বৰ্দ্ধমান জেলার জজপণ্ডিত ও সদরামিনী পদে নিযুক্ত হন। তিনিও তাঁহার পিতার অনুকরণ করিয়া বহুসংখ্যক বিদ্যার্থীকে অন্ন দিয়া অধ্যয়ন করাইতেন। চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি চারিটী পুত্র ও চারিটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ কালিদাস নিরন্তর প্রভূত পরিশ্রম সহকারে নানা শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং সার্ব্বভৌম উপাধি প্রাপ্ত হইয়া জনসমাজে সবিশেষ আদৃত হন। কালিদাস সার্ব্বভৌম যৌবনের প্রারম্ভে মেমারী ইষ্টেসনের সন্নিহিত ঘোষপাঁচকা নামক গ্রামনিবাসী হলধর পাঠক মহাশয়ের সুলক্ষণা কন্যা মাহেশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। কালক্রমে ১৮১২খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে এই মাহেশ্বরী দেবীর গর্ভে মহাত্মা তারানাথ তর্কবাচস্পতি কালনায় জন্মগ্রহণ করেন।

আদ্যচরিত।

অতি শৈশবকালেই তারানাথের মাতৃবিয়োগ হয়। ইহাঁর পিতা কালিদাস সার্ব্বভৌম মহাশয় পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করেন। এই হেতুবশতঃ তারানাথ ঘোষপাঁচকা নামক গ্রামে মাতামহাশ্রয়ে প্রথমে প্রতিপালিত হয়েন।

তারানাথ পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কালনায় আনীত হইয়া, তথায় খোঁড়া কৃষ্ণমোহন নামক গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হন। তৎকালের পাঠশালাতে যে সকল বিষয়ের শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তৎসমস্ত তিনি দুই বৎসরের মধ্যেই শিক্ষা করিলেন। পাঠশালে তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে প্রগাঢ় যত্ন ও অধ্যবসায় দর্শনে অনেকেই অনুমান করিতেন যে, এই বালক এক সময়ে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবেক। পাঠশালায় অঙ্ক বিষয়ে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিয়াছিল; কেহ কোন অঙ্ক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে যতই কঠিন হউক না কেন, তিনি মুখে মুখে ঐ অঙ্ক কষিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতেন। অতঃপর গুরুমহাশয় তাঁহাকে নূতন কিছু শিক্ষা দিতে অক্ষম হন, সুতরাং তাঁহার পিতা তাঁহাকে অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করান। তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহার পিতার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র শ্রীযুক্ত তারিণীপ্রসাদ ন্যায়রত্নের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্টি, কুমারসম্ভব, অমরকোষ ও শিশুপাল-বধ কাব্য অধ্যয়ন করিয়া সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তারিণীপ্রসাদ ন্যায়রত্ন বর্দ্ধমানের জজপণ্ডিত ও সদর-আমিনী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি তারানাথকে অতিশয়

ভাল বাসিতেন এবং ইনিই তারানাথের ভাবী উন্নতি সম্বন্ধে মূল ভিত্তি স্থাপিত করেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রে তারানাথের যে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহা তিনি তারিণীপ্রসাদ ন্যায়-রত্নের নিকট হইতেই লাভ করেন।

কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ও বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ান বাবু রামকমল সেন মহাশয়ের সহিত উক্ত কালনার বাঙ্গাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি এক সময়ে কোন কার্য্যোপলক্ষে কালনায় বাঙ্গাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের বাটীতে গমন করেন, এবং অল্পবয়স্ক তারানাথ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র তারাকান্তকে অধ্যয়ন সময়ে শাস্ত্রবিষয়ক তর্ক বিতর্ক করিতে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হয়েন, এবং তৎকালে বলেন যে, "এই দুইটি ছেলে লক্ষ টাকার আসামী অর্থাৎ ইহারা ভবিষ্যতে অদ্বিতীয় লোক হইবে। রামকমল বাবু তারানাথের পিতাকে অনুরোধ করিয়া ঐ দুইবালককে সমভিব্যাহারে করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করেন। তৎকালে কেহ কলিকাতায় অধ্যয়নার্থ বালকদিগকে পাঠাইত না, কারণ কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে গেলে, বালকগণ নাস্তিক ও খৃষ্টান হয় এই প্রকার সাধারণের বিশ্বাস ছিল। রামকমল বাবু অত্যন্ত আস্তিক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার অনুরোধে সার্ব্বভৌম মহাশয় অক্ষুণ্ণচিত্তে ছেলেদিগকে অধ্যয়নার্থ কলিকাতায় পাঠাইতে সম্মত হইয়াছিলেন।

পরে রামকমল বাবু ১৮৩০ খৃঃ অব্দের ১০ই মে তারিখে তারানাথকে সংস্কৃত কালেজের অলঙ্কার শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। তখন তারানাথের বয়স কিঞ্চিদূন অষ্টাদশ

বর্ষ। তারানাথ অলঙ্কার শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তিনি ঐ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া অবশিষ্ট সময় প্রত্যহ কাব্য ও বেদান্তের শ্রেণীতে যাইয়া সাহিত্য ও বেদান্তের গ্রন্থ শিক্ষা করিতেন। তৎকালে পূজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় কাব্য শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ঐ সময়ে বাঙ্গালা দেশে সাহিত্য শাস্ত্রে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন না। তিনি বহুকাল কাশীধামে অবস্থিতি পূর্ব্বক কাব্যশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া কাব্যশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উইলসন সাহেব মহোদয় কাশীতে অবস্থান কালে উক্ত তর্কালঙ্কারের সংস্কৃত গদ্য পদ্য রচনার পাণ্ডিত্য দর্শনে মুগ্ধ হন, এবং তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া তথা হইতে আনয়ন পূর্ব্বক কালেজের উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। তারানাথ ঐ অধ্যাপকের নিকট কয়েক মাসের মধ্যেই সমস্ত কাব্য ও নাটকাদি অধ্যয়ন করিয়া অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, এবং সমস্ত কাব্য ও নাটক গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন। তৎকালে ঐ সমস্ত পুস্তক অমুদ্রিতাবস্থায় ছিল। তারানাথ দিবসে সময়াভাব বশতঃ প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া, ঐ সকল পুস্তক স্বহস্তে লিখিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে অন্তিম সময় পর্য্যন্ত কখন বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। ঐ সময়ে অলঙ্কার শ্রেণীতে সাহিত্যদর্পণ ও কাব্যপ্রকাশ পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। তারানাথ প্রভূত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে অল্পদিনের মধ্যেই ঐ দুই গ্রন্থ শিক্ষা করেন।

তদানীন্তন কালের প্রথানুসারে অলঙ্কারের শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে জ্যোতিষের অঙ্ক শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা ছিল। তারানাথ কয়েক মাসের মধ্যেই সাতিশয় যত্ন ও আগ্রহাতিশয় সহকারে লীলাবতী ও বীজগণিতের অঙ্ক শিক্ষা করেন। তদনন্তর গ্রহলাঘব, গণিতাধ্যায় সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, গোলাধ্যায় ও খগোল প্রভৃতি জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থ-নিচয়, ঐ শ্রেণীর অধ্যাপক যোগধ্যান মিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করেন এবং অসামান্য বুদ্ধির প্রাখর্য্য বলে ঐ সকল গ্রন্থে বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এজন্য সকলেই তারানাথকে ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন। তিনি অলঙ্কারের শ্রেণী হইতে প্রত্যহই নাথুরাম শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিতেন। নাথুরাম শাস্ত্রী বলিতেন, "যত্র যত্র মৎসন্দেহো বিদ্যতে তত্রৈব তারা পৃচ্ছতি, তারা অগ্রে ধাবতি" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে যে স্থলে আমার সম্যক্ বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হয় নাই, তারানাথ সেইখানেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, এবং শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যগ্রন্থে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া যে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই সেই সিদ্ধান্ত অংশ অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বেই ইনিও পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ প্রশ্ন করিতেন এবং সিদ্ধান্তও করিতেন; এজন্য ঐ অধ্যাপক মহাশয় উক্তরূপ সংস্কৃত বাক্যটী বলিতেন।

১৮৩১ সালের ১০ই মে তারানাথ ন্যায়ের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। তৎকালে নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয় ঐ শ্রেণীর অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে তিনিই বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার সহিত বিচারে নৈয়ায়িক সকল পণ্ডিতকেই পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু

শিরোমণি মহাশয়, তারানাথের তর্কশাস্ত্রে বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তারানাথ প্রায় চারি বৎসর কাল প্রভূত পরিশ্রম সহকারে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং সাধারণের নিকট বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তৎসমকালে ষড়্‌দর্শনের বিচারে প্রায় কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না।

তাঁহার ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন সময়ে, এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে হস্তলিখিত নানাপ্রকার অক্ষরের মহাভারত পুস্তক দেখিয়া যে মহাভারত সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত হয়, তাহা সোসাইটির অধ্যক্ষগণ উক্ত শিরোমণিকে তাহার প্রুফ দেখিবার ও সংশোধন করিবার ভারার্পণ করেন, কিন্তু শিরোমণি মহাশয় বার্দ্ধক্য নিবন্ধন শ্রম করিতে অক্ষম হওয়ায়, তাঁহার প্রধান ছাত্র তারানাথই উহা আদ্যোপান্ত সংশোধন করিতেন ও প্রুফ দেখিতেন। মহাভারত মুদ্রাঙ্কন কার্য্য শেষ হইলে, তারানাথ নিজের নাম প্রকাশ না করিয়া তাঁহার অধ্যাপক নিমচাঁদ শিরোমণির নাম দিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি শিরোমণিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। মহাভারত মুদ্রণকালে কেবল সংশোধন কার্য্যে ও প্রুফ দেখায় লিপ্ত থাকায় তারানাথের আদ্যন্ত মহাভারত আজীবন কণ্ঠস্থ ছিল। এরূপ স্মরণশক্তি প্রায় অপর কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই সময়ে তাঁহার ন্যায়ের শ্রেণীতে নাম লেখা ছিল সত্য; কিন্তু তিনি প্রত্যহ স্মৃতি ও বেদান্তের শ্রেণীতে যাইয়া পাঠ শুনিয়া বেদান্ত, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল ও উপনিষৎ

প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া ঐ সকল শাস্ত্রে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে ছাপার পদ্ধতি ছিল না, তিনি স্বহস্তে ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত, পাতঞ্জল, মীমাংসা, উপনিষদ, স্মৃতি ও জ্যোতিষ প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তৎকালে তদীয় হস্তাক্ষর মুক্তার পাঁতির ন্যায় সুদৃশ্য ছিল। তাঁহার হস্তলিখিত পুস্তক সকল তাঁহার কৃতিমান পুত্র পণ্ডিতকুলপতি শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বি, এ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুস্তকালয়ে অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ন্যায়ের শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে অলঙ্কার-শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে, তৎকালের কালেজের অধ্যক্ষ সাহেব ঐ পদে তারানাথকে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, কিন্তু তারানাথ ঐ পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন না।

ঐ সময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অলঙ্কারের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রত্যহ বৈকালে কালেজের ছুটির পর তারানাথের ঠনঠনিয়াস্থ বাসায় কালেজের পাঠ্যপুস্তক সাহিত্যদর্পণ ও কাব্যপ্রকাশ ব্যতীত অন্যান্য অলঙ্কার গ্রন্থ অধ্যয়ন মানসে গমন করিতেন। তারানাথ বিদ্যাসাগরকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তৎকালে কলিকাতায় কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে সমারোহপূর্ব্বক কোন ক্রিয়া উপস্থিত হইলে, নানাদেশের অধ্যাপকগণ নিমন্ত্রিত হইতেন। তারানাথ প্রায় সকল সভায় বিচার করিতে যাইতেন বটে, কিন্তু কাহারও বাটীতে বিদায়গ্রহণ করিতেন না। তিনি প্রথমতঃ স্বকীয় ছাত্র বালক ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের দ্বারা সভায় পূর্ব্বপক্ষ করাইতেন। সভাস্থ দর্শকমণ্ডলী পঞ্চদশবর্ষদেশীয় অজাতশ্মশ্রু বালক ষড় দর্শনের পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন, ইহা অবলোকন করিয়া, আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। পরে তারানাথ সভাস্থ ঐ সকল পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাজিত করিতেন। তারানাথ কালেজে পঠদ্দশাতেই একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া দেশবিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে তারানাথ লা কমিটির ও মুনসেফী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। তদানীং অনেক পণ্ডিত দুই তিন বৎসর ক্রমান্বয়ে স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া লা কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কিন্তু তারানাথ ন্যায়ের শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে সময়ে সময়ে স্মৃতির শ্রেণীতে সামান্য ক্ষণ অধ্যয়ন করিতেন, তথাপি সমগ্র প্রাচীন স্মৃতি, যত্ন ও প্রগাঢ় পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়ন করিয়া উক্ত লা কমিটির পরীক্ষায় অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করেন।

১৮৩৫ সালের ১৫ই জানুয়ারিতে কালেজ পরিত্যাগকালে এডুকেশন কাউনসেলের মেম্বরগণ তারানাথকে তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রদান করেন।

কালেজে পাঠ সমাপ্ত হইলে পর ১৮৩৮ সালে বাচস্পতির নিকট বর্দ্ধমানে আড়াইশত টাকা বেতনে সদর আমিনী কর্ম্মের নিয়োগপত্র আইসে। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় তৎকালের সুদুর্লভ ঐ পদে প্রবৃত্ত হইতে স্বীকার করেন নাই। কারণ ১৮৩৮ সালে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র তারিণীপ্রসাদ ন্যায়রত্নের মৃত্যু হয়, তিনি বর্দ্ধমানের জজপণ্ডিত ও সদর

আমীন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক জেলায় জজপণ্ডিতি কর্ম্ম এবালিস্ করিয়া দিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট তারানাথকে কেবল সদর আমিনী কর্ম্মের নিয়োগপত্র প্রদান করেন। (তিনি জজ্‌-পণ্ডিতি শূন্য কেবল সদর আমিনী কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করিলেন। (তারানাথ বংশের মধ্যে নানাশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছেন, ইহা শুনিয়া, বোধ করি, ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া কোন স্বসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোক তাঁহার ভোজ্যদ্রব্যে বিষপ্রয়োগ করেন। কিন্তু কোন প্রাচীনা বিশ্বস্তা দাসী ঐ নৃশংস গূঢ়াভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলে, তিনি ঐ অতর্কিত মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান। তদবধি তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করিতেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি মৎস্য মাংস ভোজন করিতেন, এই সময় হইতেই মৎস্যমাংসাহার পরিত্যাগ করেন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন।)

১৮৩৮ খৃঃ অব্দে ভাদ্রমাসের শেষে তিনি কলিকাতা হইতে নৌকারোহণ করিয়া কালনাভিমুখে যাইতেছিলেন, সাতগেছে নামক গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলে ঐ নৌকা জলমগ্ন হয়। অতিকষ্টে প্রবল স্রোতস্বতী গঙ্গাপ্রবাহমধ্য হইতে তিনি জয়ঘোষ নামক এক ভৃত্যের সহিত প্রাণরক্ষা করেন।

পরে কালনা হইতে কাশী যাইয়া হনুমান ঘাটের নিকটস্থ মঠের এক পরমহংসের নিকট তিন মাস কাল নিয়ত অনুনয় ও বিনয় করিয়া শ্রীহর্ষকৃত খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থ স্বল্প দিবসের মধ্যেই অধ্যয়ন করেন। এই পুস্তকই ন্যায়শাস্ত্রের মধ্যে

অত্যন্ত দুরূহ। পরমহংস তারানাথকে অধ্যাপিত গ্রন্থের পরীক্ষা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন, এবং আশীর্ব্বাদ করেন যে, "তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে অপ্রতিহতবুদ্ধি হইবে," পরে তারানাথ ঐ পরমহংসকে আর দেখিতে পান নাই। সুতরাং কাশীতে অন্যান্য পণ্ডিতের নিকট মহাভাষ্য সহিত পাণিনীয় ব্যাকরণ, সভাষ্য বেদবেদান্ত, মীমাংসাদর্শন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, গণিত ও ফলিত জ্যোতিষের নানাবিধ গ্রন্থনিচয় অধ্যয়ন করেন। অনন্তর তথাকার প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

(কালনায় উপস্থিত হইয়া, বাটীতে ছাত্র রাখিয়া তিনি বিদ্যাদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর অন্যের নিকট দান গ্রহণ বা অন্যান্য প্রকারে সাহায্য গ্রহণ করিয়া অধ্যাপকের ব্যবসা অবলম্বন করা অপেক্ষা কোনরূপ বাণিজ্য দ্বারা বিত্ত সংগ্রহ করিয়া ছাত্রদের ভরণপোষণ করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। তিনি প্রথমতঃ একখানি বস্ত্রের দোকান খুলিলেন। ঐ সময়ে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী ছিল না। অতএব বিলাতি সূতা ক্রয় করিয়া অম্বিকাকালনায় প্রায় দ্বাদশ শতসংখ্যক তন্তুবায়গণকে সূতা দিয়া ইচ্ছানুরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। বস্ত্র প্রস্তুত হইলে তাহা নানা দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিতেন। ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। কিছুদিন পরে তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামেও বস্ত্র প্রস্তুত জন্য এক কুঠী প্রস্তুত করেন। আমার স্মরণ হয়, প্রায় চুয়ান্ন বৎসর অতীত হইল, বাচস্পতি মহাশয় মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে বস্ত্রব্যবসায়োপলক্ষে

এক কুঠীবাটী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তথায় প্রতি মাসে প্রায় তিন চারি সহস্র মুদ্রার সূতা ক্রয় করিয়া প্রেরণ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে স্বয়ং তথায় যাইয়া বহুসংখ্যক তন্তুবায়দিগকে সূতা দিয়া হিন্দুস্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকের ব্যবহারোপযোগী প্রভৃত বস্ত্র প্রস্তুত করাইতেন। ঐ সকল বস্ত্র কাশী, মির্জাপুর, কাণপুর, মথুরা, গোয়ালিয়র ও মুরশিদাবাদ প্রভৃতি দূর প্রদেশে প্রেরণ করিতেন। তৎকালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমনের জন্য রেলের পথ প্রস্তুত হয় নাই। অধিক কি, তৎকালে এরূপ সুগম পথও ছিল না, যে, রাধানগর হইতে গোযান দ্বারা বস্ত্র প্রেরণ করেন। সুতরাং মুটের দ্বারা ঐ সকল বস্ত্র নানাদেশে প্রেরণ করিয়া ব্যবসায় করিতেন।

বহুপূর্ব্বে ক্ষীরপাই, রাধানগর, চন্দ্রকোণা, বালী দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম সকল বস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য অতিপ্রসিদ্ধ ছিল। ঐ সকল গ্রামে বহুসংখ্যক তন্তুবায়ের বাস আছে, ঐ সকল তন্তুবায়েরা বস্ত্রবয়ন কার্য্য ব্যতীত তৎকালে অন্য কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকিত না। ইউরোপ খণ্ডের ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক মহাজন রাধানগর ক্ষীরপাই প্রভৃতি গ্রামে কুঠীবাড়ী প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রের ও রেশমের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত ছিলেন। কালক্রমে কলের সূত্র ও কলের বস্ত্র প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইলে, বিদেশীয় বস্ত্রব্যবসায়ী মহাজনগণ ঐ সকল গ্রামস্থ ব্যবসায়ের কুঠী বন্ধ করেন।

বাচস্পতি মহাশয় রাধানগরে অবস্থিতি কালে কয়েকবার তাঁহার বার্ষিক মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ঐ প্রদেশের বিস্তর ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। স্থানীয় অধ্যা-

পকেরা মনে করিতেন, বাচস্পতি একজন বিদেশীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ী মহাজন। কিন্তু তিনি মাতৃশ্রাদ্ধের দিবস ঐ সকল নিমন্ত্রিত পণ্ডিতগণের সহিত নানাশাস্ত্রের আলাপ করিয়া সমাগত পণ্ডিতদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। তিনি একা প্রায় তিনশত ব্রাহ্মণ-ভোজনের উপযোগী ভক্ষ্য দ্রব্য স্বয়ং প্রস্তুত করিতেন, তাহাতে অন্যদীয় সাহায্যাপেক্ষা করিতেন না। পাককার্য্যে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া উপস্থিত অধ্যাপকগণ ও সম্ভ্রান্ত অন্যান্য দর্শকমণ্ডলী আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। বস্ত্রের ব্যবসায়ে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিয়া ছিল। কোন বস্ত্র তাঁহার হাতে পড়িলেই বলিতে পারিতেন যে, এত নম্বরের সূতায় ও এত নথী সূত্রে ঐ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। সকলে তাঁহার এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। তিনি তাঁহার রাধানগরের কুঠীতে গুরুদাস নামক এক হিন্দুস্থানীকে কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

(বাচস্পতি মহাশয় কেবল বস্ত্রের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই। তিনি কিছুদিন ঐ ব্যবসা করিতে করিতে কাষ্ঠের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তিনি নেপাল হইতে শালকাষ্ঠ আনাইয়া বিক্রয় করিতেন। এবং এই কার্য্যের ব্যবসায়ে প্রায় লক্ষটাকা উপার্জ্জন করেন। ঐ সময়েই কালনায় প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কালনা গ্রামের মধ্যে ওরূপ প্রশস্ত প্রাসাদ আর কাহারও অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সময়েই তিনি অসংখ্য ঢেঁকী বসাইয়া, ধান্য ক্রয় করিয়া তণ্ডুল প্রস্তুত করাইতেন ও ঐ সকল তণ্ডুল বিক্রয় করিতেন। ঢেঁকীর শব্দে প্রতিবেশি-

বর্গের নিদ্রা হইত না। এজন্য প্রতিবেশীরা বাচস্পতির পিতার নিকট বারম্বার অভিযোগ করিতেন। দিবারাত্র ঐ সকল ঢেঁকীর শব্দে লোকের কষ্ট হয় জানিয়া পিতার আদেশানুসারে তিনি গ্রামের দক্ষিণাংশে মাঠের মধ্যে ঐ সকল ঢেঁকী স্থাপন করিয়াছিলেন।)

মধ্যচরিত।

১৮৪৪ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসের ১৬ই তারিখে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর মহাশয় পদব্রজে একদিনেই কলিকাতা হইতে প্রায় ৪৮ মাইল দূরবর্ত্তী কালনা গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় গিয়া তিনি দেখিলেন, বাচস্পতি বহুসংখ্যক বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান করিতেছেন। বিদ্যাসাগর বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট ব্যক্ত করেন যে, সংস্কৃত কলেজে মাসিক ৯০ টাকা বেতনের ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হইয়াছে। ঐ পদে আপনাকে অধিষ্ঠিত হইতে হইবেক। অতএব আপনার প্রশংসাপত্র গুলি আমায় প্রদান করুন এবং আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করুন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমি নানাপ্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে আমার যথেষ্ট উপায় হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ এই সকল বিদ্যার্থীকে অন্ন দিয়া অধ্যাপনা করিয়া থাকি। কলিকাতায় অবস্থিতি করিলে আমার এপ্রকার কোনরূপ ব্যবসায় চলিবেনা।

ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর বলিলেন, এইস্থল অপেক্ষা

কলিকাতায় অবস্থিতি করিলে বৈষয়িক ব্যবসা ও শাস্ত্রসম্বন্ধীয় ব্যবসা অপেক্ষাকৃত ভালরূপ চলিবে। যে সময়ে আপনি কালেজের অধ্যাপনা কার্য্যে আবদ্ধ থাকিবেন, ঐ সময়ে আপনার ব্যবসায়ের যাহা তত্ত্বাবধান করিতে হইবে, তাহা আমি নিজে অবসর লইয়া করিব। বিদ্যাসাগর নানাপ্রকার অনুনয় ও বিনয় করিয়া ও উপদেশ দিয়া বাচস্পতি মহাশয়কে ছয় মাসের জন্য সম্মত করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন্ন করেন, এবং পরদিন বাচস্পতির প্রশংসা-পত্র ও আবেদনপত্র মার্সেল সাহেবকে প্রদান করেন। তিনি রিপোর্ট করিলে গবর্ণমেণ্ট বাচস্পতি মহাশয়কে ঐ পদে আপাততঃ মাসিক ৯০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া বিদ্যাসাগরের অনুল্লঙ্ঘনীয় অনুরোধের বাধ্য হইয়া ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত কালেজে অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অধ্যাপনায় ছাত্রবর্গ পরম প্রীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত নানাস্থানের অপর কতিপয় বিদ্যার্থীও বাচস্পতির বাসায় বিবিধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। বাচস্পতি মহাশয় বিদেশীয় ছাত্রদিগকে পড়াইতে বড় ভাল বাসিতেন।

তৎকালে কিরাতার্জ্জুনীয় ও শিশুপালবধ এই দুই মহাকাব্য পুস্তক মুদ্রিত না থাকা প্রযুক্ত, ছাত্রদিগকে হাতে লিখিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত। ইহাতে ছাত্রবর্গের পাঠের বিশেষ অসুবিধা ঘটিত, ইহা দেখিয়া, বাচস্পতি কালেজের ছাত্রবর্গের ও, অপর সাধারণের অধ্যয়নসৌকর্য্যার্থে উদ্যোগী হইয়া উক্ত মহাকাব্যদ্বয় বহু ব্যয় করিয়া ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত করেন। যদিও কলিকাতায় ঐ কাব্যদ্বয়ের

টীকা ছিল, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না থাকায়, তিনি কাশী হইতে মল্লিনাথের টীকা আনাইয়া মুদ্রিত করেন। মুদ্রনকালে স্বয়ং প্রুফ দেখিতেন ও আদ্যন্ত সংশোধন করিতেন। গবর্ণমেণ্ট এই মহৎ কার্য্যে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। উক্ত কার্য্যে তাঁহার যাহা লাভ হইয়াছিল, ঐ লব্ধবিত্তি তিনি তাঁহার জ্যোতিষের অধ্যাপক যোগধ্যান মিশ্র পণ্ডিত মহাশয়কে প্রদান করেন। পূর্ব্বে এ প্রদেশে মাঘ ও ভারবির কবিবল্লভচক্রবর্ত্তীর টীকা প্রচলিত ছিল, তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিত না; এজন্য বাচস্পতি কাশী হইতে মল্লিনাথের টীকা আনাইয়া উক্ত কাব্যদ্বয় মুদ্রিত করিয়া সাধারণের যে কি পর্য্যন্ত হিতসাধন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। অনন্তর লীলাবতী ও বীজগণিত নামক জ্যোতিষের অঙ্কপুস্তক মুদ্রিত না থাকায়, ছাত্রগণের অধ্যয়নসৌকর্য্যার্থে কেবল বাচস্পতিরই প্রগাঢ় অধ্যবসায়ে উহা মুদ্রিত হয়। ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে তিনি বৈয়াকরণ ভূষণসার মুদ্রিত করেন।

অনেকের এরূপ কুসংস্কার ছিল যে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় কেবল শাস্ত্রচিন্তায় বা বিবিধ বাণিজ্য কার্য্যেই সর্ব্বদা সময়যাপন করিয়া থাকিতেন; তিনি অন্যবিধ দেশহিতকর কার্য্যে কখনও লিপ্ত হইতেন না। যাঁহারা এরূপ মনে করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের সম্পূর্ণরূপ ভ্রম।

১৮৫১ খৃঃ অব্দে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ দেশহিতৈষী মহামতি বেথুন সাহেব মহোদয় ভারতবর্ষের অবলাগণের মোহান্ধকার দূরীকরণ মানসে কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তৎকালে সমাজের ভয়ে

প্রথমতঃ কেহ ঐ বিদ্যালয়ে স্বীয় স্বীয় কন্যাগণকে পাঠাইতে সাহস করেন নাই। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় সমাজের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য আপনার কন্যা শ্রীমতী জ্ঞানদা দেবীকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বেথুনবালিকা-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দেন।

স্ত্রীশিক্ষা যে শাস্ত্রসম্মত তদ্বিষয়ে তিনি বিষয়ী লোক সকলকে উপদেশ দেন। বহুশাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মশীল, হবিষ্যাশী তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট উপদেশ পাইয়া তৎকালের অনেক ইংরাজীনবীশ কৃতবিদ্য লোক স্বীয় স্বীয় দুহিতা-গণকে ঐ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে বাচস্পতি মহাশয় সাহস করিয়া স্বীয় কন্যা জ্ঞানদাকে ঐ বিদ্যালয়ে না পাঠাইলে, অন্যান্য ইংরাজীভাষায় কৃতবিদ্য লোক কখনও সাহস করিয়া আপনাপন কন্যাগণকে বেথুন-বালিকাবিদ্যালয়ে পাঠাইতে সাহস করিতেন না। তৎ-কালে তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সাধারণ লোককে উৎসাহান্বিত করিবার জন্য একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

১৮৫৪ খৃঃ অব্দে যৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের সহিত তর্কবিতর্ক করিয়া বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে বাচস্পতি মহা-শয়ের সহিত যুক্তি ও পরামর্শ করিতেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় বিধবাবিবাহের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। বাচস্পতির উপদেশ অনুসারে বঙ্গভূমির প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত লোকেরা বিধবাবিবাহের পৃষ্ঠপোষক ও পক্ষপাতী হন, এবং বহুসংখ্যক অধ্যাপকগণও বাচস্পতি মহাশয়ের উপদেশের বলে বিধবাবিবাহের অনুমোদনকারী হন।

সময়ে সময়ে সম্ভ্রান্ত বা জমিদার লোকেরা অর্থাভাবে বিপদাপন্ন হইলে তাঁহাদের রক্ষার্থ তিনি কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া কৃতকার্য্য হইতেন। আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, বহুপূর্ব্বে এক সময়ে মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর নিবাসী পরম দয়ালু জমিদার বাবু শিবনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় নানা কারণে ঋণজালে জড়িত হয়েন। তৎকালে তিনি তৎকালীনের সুপ্রসিদ্ধ উকীল বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকট জমিদারী আবদ্ধ রাখিয়া পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর অতীত হইলে পঞ্চাধিক বিংশসহস্র মুদ্রা সুদ না পাওয়ায় ঐ রায় মহাশয় ক্রোধান্বিত হইলেন। তজ্জন্য ঐ জমিদার ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্তের জন্য কলিকাতায় আসিয়া উক্ত রায় মহাশয়ের দপ্তরখানা বাটীতেই অবস্থিতি করেন। কালসহকারে দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত তিনি ঐ দপ্তরখানাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। মহাজন ঐ টাকা মৃত জমিদারের নিকট না পাইয়া তাঁহার পুত্রদিগকে বলিল যে, তোমার পিতা কিছুমাত্র সুদ আদায় দেন নাই, অতএব আমি এক্ষণে জমিদারী অধিকার করিব। ইহা শুনিয়া ঐ মৃত ভূম্যধিকারীর পুত্রগণ নিরুপায় হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ঐ জমিদারের পুত্রদের রোদনে দয়ার্দ্র চিত্ত হন, এবং বহু মূল্যের ঐ জমিদারী রক্ষার্থ কলিকাতার অনেক ধনশালী লোকের ভবনে যাইয়া ঋণগ্রহণ জন্য পঞ্চাধিক সপ্ততিসহস্র মুদ্রার স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত রায় মহাশয় ঐ সকল ধনী লোককে টাকা ধার দিতে নিবারণ করেন। এই হেতুবশতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরুপায় হইয়া তর্ক-

বাচস্পতি মহাশয়কে ঐ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত জ্ঞাত করিলেন। তাহা শুনিয়া বাচস্পতি মহাশয় দশ দিবসের জন্য মুরশিদাবাদের অন্তঃপাতী জেমো কান্দী নামক গ্রামে যাত্রা করেন। তথায় রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহোদয়ের পরম আত্মীয় ও স্বসম্পর্কীয় বাবু কালিদাস ঘোষের নিকট পঞ্চাশ হাজার টাকা ও কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া অন্য একজন মহাজনের নিকট হইতে আর পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন। তাহাতেই সে যাত্রা রাধানগরের মৃত জমিদারের উত্তরাধিকারীরা বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে আবদ্ধ জমিদারী রক্ষা করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরেও তর্কবাচস্পতি মহাশয় ঐ জমিদারের রক্ষার্থ বৈঁছিনিবাসী বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঐ জমিদারদিগকে দেওয়াইয়া, তাঁহাদের বিষয় রক্ষা করান।

এইরূপ অনেক সময়ে বিস্তর সম্ভ্রান্ত জমিদারের সম্পত্তি রক্ষার্থ তর্কবাচস্পতি ও বিদ্যাসাগর একমতাবলম্বী হইয়া নিরতিশয় প্রয়াস সহকারে কৃতকার্য্য হইতেন। এতন্নিবন্ধন বিদ্যাসাগর ও বাচস্পতিকে দেশ বিদেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তৎকালে বাচস্পতি মহাশয় সাধারণের হিতকামনায় যে যে সময়ে দেশান্তর গমন করিতেন, সেই সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও আমাকে বাচস্পতি মহাশয়ের বাসার রক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত করিতেন। দেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত জমিদারগণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বাচস্পতি মহাশয়ের উপচিকীর্ষা প্রভৃতি গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

(বিদ্যাসাগর ও বাচস্পতি মহাশয় বাল্যবিবাহের সম্পূর্ণ-রূপ বিরোধী ছিলেন। ইহাঁরা মুখে যাহা প্রকাশ করিতেন, তাহা কার্য্যেও পরিণত হইত। বাচস্পতি মহাশয় দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে পর আপনার তিনটী কন্যার পাণিগ্রহণবিধি সমাধা করিয়াছিলেন।

উদারচেতা বাচস্পতি মহাশয় ও বিদ্যাসাগর মহাশয় উভয়েই বহুবিবাহের বিষম বিরোধী ছিলেন। যে ভঙ্গকুলীনেরা বহুবিবাহ করিতেন, তাহাদিগকে ইহাঁরা দুইজনেই অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। উক্ত মহাত্মাদের বাল্যকাল হইতে পরস্পর অত্যন্ত সম্প্রীতি ছিল এবং কোন নূতন কাণ্ডে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে উভয়েই একমতাবলম্বী হইয়া বদ্ধপরিকর হইতেন, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। জগতের কোন বিষয়ই চিরদিন সমভাবে থাকে না; ঘটনাক্রমে ইহাঁদেরও পরস্পর প্রণয়ের অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। একদা বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকাশ করেন যে, বহুবিবাহ অশাস্ত্রীয়। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় ইহা অন্যায্য স্বীকার করিয়াও অশাস্ত্রীয় বলিয়া স্বীকার করেন না। এইজন্য উভয়ে স্বীয় স্বীয় পক্ষসমর্থনার্থ শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া কতিপয় পুস্তক প্রকাশ করেন। এক্ষণে ইহাঁদের জয়পরাজয়ের কথা ব্যক্ত করা মাদৃশ লোকের সাধ্যাতীত। উহাঁদের রচিত গ্রন্থ অবলোকন করিলেই পাঠকবর্গ সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।)

বাচস্পতি মহাশয় মদ্যপায়ী লোককে ঘৃণা করিতেন। তিনি কখন কোন মাদকদ্রব্য ব্যবহার করেন না।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে তর্কবাচস্পতি মহাশয় বীরভূমে প্রত্যেক

বিঘায় দুই আনা কর ধার্য্য করিয়া দশহাজার বিঘা জঙ্গল ভূমি চাস করিতে প্রবৃত্ত হন। কৃষিকার্য্যোপযোগী পাঁচশত গোরু ক্রয় করেন। যে সকল গাভী ক্রয় করিতেন, তাহাদের দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হইত, তাহা কলিকাতায় আনাইয়া বিক্রীত হইত। তৎকালে রেলের পথ হয় নাই, সুতরাং মুটের দ্বারা ঐ ঘৃত কলিকাতায় আনাইতেন। উক্ত কার্য্যের অধ্যক্ষ হারাধন পাল নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন।

কলিকাতায় বড়বাজারে তাঁহার একটী বস্ত্রের দোকান ছিল। কাশ্মীর ও অমৃতসহর হইতে তৎকালে প্রতিবৎসর প্রায় ছয় লক্ষ টাকার শাল বাঙ্গালা প্রদেশে বিক্রয়ের জন্য আসিত। তন্মধ্য হইতে তর্কবাচস্পতি একলক্ষ টাকার শাল ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতেন। আরও তাঁহার জহরৎ ও সোণা রুপার অলঙ্কারাদির ব্যবসায় ছিল। এই ব্যবসায় শ্রীরাম পোদ্দার নামক এক কর্ম্মচারীর দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। কালনা হইতে তরকারী আনাইয়া কলিকাতায় পোস্তার বাজারে বিক্রয় করাইতেন। সিউড়ীতেও বস্ত্র, শাল ও সোণা রূপার অলঙ্কারের ব্যবসা ছিল; ইহাতে লক্ষ টাকা খাটিত।

১৮৬২ খৃঃ অব্দে বাচস্পতির সকল প্রকার ব্যবসায়েই অত্যন্ত ক্ষতি হয়। প্রায় লক্ষ টাকার শাল কীটদষ্ট হয়। এবং অন্যান্য বস্ত্রাদির যে দোকান ছিল, তাহার কর্ম্মচারীরা শঠতা করিয়া বিস্তর টাকা আত্মসাৎ করে। তজ্জন্য তিনি লক্ষ টাকা ঋণগ্রস্ত হন। ইতঃপূর্ব্বে তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রতিগ্রহ করিতেন না, [illegible]

লক্ষমিশ্র নামক একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানীর সহিত বাচস্পতি মহাশয়ের অতিশয় সদ্ভাব ছিল। ঐ হিন্দুস্থানীর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। তিনি বাচস্পতি মহাশয়কে লক্ষ টাকা দান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্লোভ বাচস্পতি মহাশয় তাহা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং ঐ হিন্দুস্থানী অন্যান্য সদ্‌গুণশালী ব্রাহ্মণদিগকে কোটি টাকা দান করিয়া দণ্ডী হন।

ঋণপরিশোধ কারণ বাচস্পতি মহাশয় ১৮৬২ খৃঃ অব্দ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালের সংস্কৃতপ্রিয় সংস্কৃতজ্ঞ সংস্কৃতকালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাউএল সাহেব মহোদয় নানাশাস্ত্রে ইহাঁর বিদ্যাবত্তা দেখিয়া যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ অমুদ্রিতাবস্থায় ছিল, তাহার টীকা রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কণ করিবার পরামর্শ দেন।

কাউএল সাহেব তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন এবং তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষের মধ্যে তর্কবাচস্পতি অদ্বিতীয় পণ্ডিত। অধিক কি বাচস্পতি মহাশয় "এন্ সাইক্লোপীডিয়া অফ সংস্কৃত ল্যার্ণিং" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ, কাউএল সাহেব তর্কবাচস্পতিকে যখন যাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, বাচস্পতি মহাশয় তখনই তাহার সদুত্তর দিয়া বুঝাইয়া দিতেন এবং ঐ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণস্থলগুলিও মুখে মুখে বলিয়া দিতেন। তাহাতে ঐ সাহেব বুঝিতেন, সংস্কৃত শাস্ত্রে এরূপ কোন গ্রন্থ নাই, যাহা বাচস্পতির কণ্ঠস্থ নহে।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষ টাকা ঋণই তর্কবাচস্পতির ও তাঁহার অপত্যগণের এবং জগতের হিতের নিমিত্ত হইয়াছিল। তিনি

মহামতি কাউএলসাহেব মহোদয়ের পরামর্শে, তাৎকালিক হস্তলিখিত, বহু প্রাচীন সুতরাং দুষ্প্রাপ্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায়, বেদ, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা প্রভৃতি অশেষবিধ গ্রন্থাবলী বৃত্তিসহ মুদ্রিত করিয়া জগতের যে কি পর্য্যন্ত হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। ঐ সকল পুস্তকের দুরূহ শব্দ ও দুর্ব্বোধ স্থান সকলের স্বয়ং টীকা করিয়া পাঠকমণ্ডলীর যে কি সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, তাহা লেখনী দ্বারা লিখিয়া শেষ করা যায় না। যথা—

১৮৫১ খৃঃ অব্দে বাচস্পতি মহাশয় মল্লিনাথ কৃত টীকা সহিত রঘুবংশ মহাকাব্য ও কুমারসম্ভব প্রকাশ করেন।

১৮৫১ খৃঃ অব্দে বাচস্পতি মহাশয় শব্দেন্দুশেখর, শব্দ-কৌস্তুভ এবং বৈয়াকরণভূষণসার প্রভৃতি ব্যাকরণ শাস্ত্রের অত্যন্ত দুরূহ গ্রন্থনিচয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি লইয়া স্বরচিত সরল সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ করিয়া শব্দার্থরত্ন নামে এক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন।

১৮৫১ খৃঃ অব্দে তিনি সংস্কৃত বাক্য রচনা শিখিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় বাক্যমঞ্জরী নামক এক পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন।

১৮৫৩ খৃঃ অব্দে মহাবীরচরিত নামক গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ধনঞ্জয়বিজয় ব্যায়োগের টীকা প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত করেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ছন্দোমঞ্জরী প্রকাশ করেন।

১৮৬১ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ সহিত গয়া-মাহাত্ম্য ও গয়াশ্রাদ্ধাদিপদ্ধতি নামক গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ঐ গ্রন্থে পুত্র কর্তৃক শ্রাদ্ধ করণ, কি জন্য হিন্দু-

দিগের প্রয়োজন, তদ্বিষয় শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং গয়াশ্রাদ্ধাদি পদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন।

প্রথমতঃ গয়ামাহাত্ম্য ও গয়াশ্রাদ্ধাদি পদ্ধতি তিন সহস্র মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। তিনি ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে রঘু-বংশ ও কুমারসম্ভব মল্লিনাথের টীকা সহ পাণিনীয় ব্যাক-রণের সূত্রাদ্যংশ বিশেষরূপে বিবৃত করিয়া দ্বিতীয়বার প্রকাশ করেন।

বাচস্পতি মহাশয় ১৮৬২ খৃঃ অব্দে পাণিনীয় সিদ্ধান্ত-কৌমুদী ব্যাকরণের সরলা নাম্নী টীকা প্রস্তুত করেন। এই গ্রন্থ ভারতবর্ষে, ইউরোপ খণ্ডে এবং এমেরিকা প্রদেশে অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছে। এমন কি বাচস্পতি মহাশয়ের জীবদ্দশায় তিন বার মুদ্রিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থরচনা দর্শনে হিমালয় হইতে সেতুবন্ধরামেশ্বর পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশীয় পণ্ডি-তেরা বাচস্পতি মহাশয়কে ব্যাকরণ শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিতবলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া প্রায় পাঁচশত খণ্ড পুস্তক ক্রয় করেন। পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে হইলে এই পুস্তক দ্বারা যে প্রকার সাহায্য লাভ হয় সেরূপ আর কোন পুস্তক দ্বারা হয় না।

সিদ্ধান্তকৌমুদী মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট দুই সহস্র এক শত টাকা সাহায্য করিয়া দুই শত পুস্তক ক্রয় করিবেন এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে পর, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট মহাত্মা কাউএল সাহেবের অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ কার্য্যের ভার বাচস্পতি মহাশয়ের উপর ন্যস্ত করেন। এই সংবাদ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় অব-গত হইয়া গবর্ণমেণ্টে এইরূপ আবেদন করেন যে, "আমি

বার শত টাকায় দুই শত পুস্তক দিতে প্রস্তুত আছি। অতএব আমার প্রতি ঐ কার্য্যের ভার অর্পণ হয়।" তাহাতে মহামতি কাউএল সাহেব মহোদয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রকার মত প্রকাশ করেন যে, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঐ গ্রন্থে টীকা করিবার ক্ষমতা নাই। কারণ অদ্যাবধিও তিনি কোন সংস্কৃত গ্রন্থের কোন প্রকার সংস্কৃত টীকা লিখিতে পারেন নাই। এবং এই পাণিনীয় ব্যাকরণের সংস্কৃত টীকা ব্যতীত জগতের কোন প্রকার হিতসাধন হইবে না। অতএব ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র অপেক্ষা বাচস্পতি মহাশয়ের দ্বারা সহস্র গুণ উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত হইবে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংস্কৃত টীকা করিতে সক্ষম নহেন, এ প্রকার জানাইলে গবর্ণমেণ্ট কাউএল সাহেবের অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া বাচস্পতি মহাশয়ের উপর ভারার্পণ করেন। এই পুস্তক প্রচার হওয়ার পর সিদ্ধান্তকৌমুদীর পাঠকেরা ঐ সরল টীকা দ্বারা বিস্তর উপকার পাইতে লাগিলেন। এবং ভারতবর্ষের সমুদায় পণ্ডিতেরা ইহার বিশেষ আদর করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে কাশীধাম সিদ্ধান্তকৌমুদীর চর্চ্চার প্রধান স্থান ছিল এবং ঐ স্থানের মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতেরা ব্যাকরণ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই এ প্রকার টীকা করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহাদের এ প্রকার বিশ্বাস ও অহঙ্কার ছিল, ব্যাকরণ শাস্ত্রে আমাদের মত পণ্ডিত আর ভারতবর্ষের কোন স্থানে পাওয়া যায় না। একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত এই পাণিনীয় ব্যাকরণের টীকা করাতে

ইংলণ্ডীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহাদের দম্ভ ও অহঙ্কার শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন,আপনারা এ কাল পর্য্যন্ত কোন সংস্কৃত গ্রন্থের এক খানা টীকা প্রণয়নে সমর্থ হন নাই। যদি আপনাদের কাহারো ক্ষমতা থাকে,তাহা হইলে সিদ্ধান্তকৌমুদীর একখানি টীকা প্রস্তুত করুন। উহার মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়সাহায্যার্থ উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট হইতে টাকা আনাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি। তখন ঐ সকল পণ্ডিতেরা মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে নিরুত্তর হইলেন। কালের এই প্রকার বিচিত্র গতি যে, যে সকল পণ্ডিতেরা বাচস্পতি মহাশয়ের সরলা নাম্নী টীকা দেখিয়া প্রথমতঃ ঈর্ষ্যা ও অসূয়া করিতেন, ঐ সকল পণ্ডিতেরাই এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে তাঁহার কৃত আশুবোধ ব্যাকরণ, শব্দার্থরত্ন শব্দস্তোমমহানিধি ও বাচস্পত্য নামক অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, বাচস্পতি মহাশয় ভগবান পাণিনির একজন অবতার। তিনি ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। তাঁহার গ্রন্থনিচয় দেখিয়া তাঁহাকে এক্ষণে আমাদের সাধারণ মনুষ্য বলিতে প্রবৃত্তি হয় না।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে বাচস্পতি মহাশয় রত্নাবলী নাটিকা মুদ্রিত করেন।

১৮৬৫ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যাপ্রদেশের ঢেঙ্কানল নামক রাজ্যের অধীশ্বর কলিকাতায় আগমন করিয়া অনেক পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করেন। ঢেঙ্কানলের রাজা বেদান্তশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। এমন কি তিনি স্বয়ং প্রত্যহ ত্রিশ জন ছাত্রকে বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেন। মহারাজার

তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত বেদান্ত শাস্ত্রের বিচার হয়। চারি পাঁচ ঘণ্টা বিচারের পর মহারাজ এই প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, যে, বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী সিদ্ধান্তবিন্দু নামে যে বেদান্ত শাস্ত্রের গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, সংক্ষেপে ঐ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য, দশ দিবসের মধ্যে যিনি প্রস্তুত করিয়া আমাকে দেখাইতে পারিবেন, আমি তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইব।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মস্তোত্র নাম দিয়া দশটি শ্লোক প্রস্তুত করেন। ঐ দশটি শ্লোকে বেদান্ত শাস্ত্রের সমস্ত মত সংক্ষেপে উল্লিখিত আছে। ঐ দশটি শ্লোক উপলক্ষ করিয়া উক্ত মধুসূদন সরস্বতী সিদ্ধান্তবিন্দু নামক এক গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ঢেঙ্কানলের মহারাজার আদেশানুবর্ত্তী হইয়া তর্কবাচস্পতি মহাশয় ঐ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য লইয়া সংক্ষেপে অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় সিদ্ধান্তবিন্দুসার নামে এক পুস্তক প্রস্তুত করেন, এবং শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ঐ দশটি শ্লোকের স্বতন্ত্র এক টীকা স্বয়ং রচনা করেন। এই দ্বিতীয় গ্রন্থে অর্থাৎ ব্রহ্মস্তোত্রব্যাখ্যা গ্রন্থে বিশুদ্ধ ব্রহ্মস্তোত্র ব্যাখ্যার দ্বারা বেদান্তমত সরল সংস্কৃতভাষায় বিবৃত করিয়াছেন; এই উভয় পুস্তক দেখিয়া ঢেঙ্কানলের মহারাজ পরম সন্তোষ লাভ করেন।

ইহাও এস্থলে প্রকাশ থাকে যে, সভায় আহূত পণ্ডিত-দিগের মধ্যে কোন পণ্ডিতই ঐ প্রকার গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন নাই। পূজ্যপাদ তর্কপঞ্চানন মহাশয় বাচস্পতি মহাশয়ের প্রণীত সিদ্ধান্তবিন্দুসার নামক পুস্তক অবলোকন

সম্পন্ন মহাপুরুষ। আমার বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষের মধ্যে এক্ষণে কোন পণ্ডিতই বেদান্তশাস্ত্রে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সমকক্ষ হইতে পারেন না।” পরে প্রাতঃস্মরণীয়া বিদ্যোৎসাহিনী মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ স্বর্গীয় মহাত্মা বাবু রাজীবলোচন রায় বাহাদুর ঐ গ্রন্থদ্বয় দেখিয়া মুদ্রাঙ্কণের পরামর্শ দেন, এবং মুদ্রাঙ্কণের সমস্ত ব্যয় প্রদান করেন।

এ দেশে বৈদিক মন্ত্র লোপ পাওয়াতে বাচস্পতি মহাশয় চারিবেদের মন্ত্র উদ্ধার করিয়া, পাঁচবৎসর কাল প্রগাঢ় পরিশ্রম করিয়া, কর্ম্মকাণ্ডপদ্ধতির সংস্কার জন্য তুলাদানাদি-পদ্ধতি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত করেন।

গুণিগণাগ্রগণ্য সদসদ্বিচারপটু রাজীবলোচন রায় মহাশয় এই পুস্তকের ও মুদ্রাঙ্কণের সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে কাসীম বাজার নিবাসিনী দানশীলা প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীকে অনুরোধ করিয়া ৫০০ টাকা দেওয়াইয়া ছিলেন।

১৮৬৬ খৃঃ অব্দে কুমারসম্ভব কাব্যের অষ্টম সর্গ হইতে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত মুদ্রিত করেন।

১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি বেণীসংহার নাটকের টীকা প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত করেন।

১৮৬৭ খৃঃ অব্দে তিনি আশুবোধ নামক নুতন সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই উল্লিখিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। লণ্ডন ইউনি-

রণের রচনা বিষয়ে এপ্রকার মন্তব্য লিখিয়াগিয়াছেন যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

১৮৬৯ খৃঃ অব্দ হইতে ৭০ অব্দ পর্য্যন্ত শব্দস্তোম মহানিধি নামক অকারাদি ক্রমে সংস্কৃত অভিধান পাঁচ খণ্ডে মুদ্রিত করেন।

ইংরাজী ভাষায় অকারাদি ক্রমে অভিধানের সৃষ্টিকর্ত্তা জনসন সাহেব যে প্রণালীতে সর্ব্বপ্রথমে অভিধান করিয়াছিলেন, তর্কবাচস্পতি মহাশয় সেই প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক অকারাদি ক্রমে প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়া অভিধান রচনা করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় অকারাদি ক্রমে ব্যুৎপত্তিযুক্ত অভিধান কেহ করেন নাই। তাহার কারণ ভাষ্যাদি গ্রন্থে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে অভিধানের শব্দব্যুৎপত্তি সাধন করা কাহারও সাধ্য নয়। সম্প্রতি যে যে ভাক্ত মহাত্মারা স্বকীয় অভিধানে শব্দের ব্যুৎপত্তি দিতেছেন, তাহা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পদসাধন দর্শন করিয়া অপহরণ করিয়া লিখিতেছেন।

বাচস্পতি মহাশয় ব্যাকরণের ধাতুরূপাদর্শ নামক অকারাদি ক্রমে ধাতুরূপ সাধনের এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে প্রকাশ করেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে বৃত্তরত্নাকর, মুদ্রারাক্ষস নাটক ও মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক স্বকৃতটীকা সহ মুদ্রিত করেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী সূত্র প্রকাশ করেন।

১৮৭১ খৃঃ অব্দে হিতোপদেশ স্বরচিত টীকা সহিত প্রকাশ করেন এবং ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলী টীকা সহিত প্রকাশ করেন।

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী নামক গ্রন্থখানি সাংখ্য শাস্ত্রের মত জানিবার নিমিত্ত সকল লোকেরই পড়িবার বাসনা ছিল, কিন্তু উহার টীকা না থাকাতে অত্যন্ত দুরূহ হইয়াছিল। তর্কবাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং ইহার টীকা করিয়া দিয়া সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে জগতের যে কি পর্য্যন্ত উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। এই পুস্তক তিনি ১৮৭১ খৃঃ মুদ্রিত করেন।

১৮৭২ খৃঃ অব্দে ভামিনী বিলাস নামক খণ্ডকাব্য স্বকৃত টীকা সহ মুদ্রিত করেন।

তদনন্তর বাচস্পতি মহাশয় দণ্ডীকৃত দশকুমারচরিত ও বাণভট্টবিরচিত সংস্কৃত কাদম্বরীর টীকা প্রস্তুত করিয়া ১৮৭২ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত করেন।

১৮৭২ খৃঃ অব্দে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, কবিকল্পদ্রুম পরিভাষেন্দুশেখর, বহুবিবাহবাদ ও গায়ত্রী ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় অষ্টাদশবর্ষ কাল নিরন্তর প্রগাঢ় পরিশ্রম করিয়া বাচস্পত্যাভিধান প্রস্তুত করেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে উহার প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে মুদ্রাঙ্কণকার্য্য শেষ হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে অষ্টাদশবর্ষ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। চারি পেজী ফরমার লংপ্রাইমার অক্ষরে লিখিত পঞ্চসহস্র ছয় শত ৫৬০০ পৃষ্ঠায় পুস্তক সমাপ্ত হইয়াছে। উক্ত পুস্তক মুদ্রিত করিতে দ্বাদশবর্ষ কাল তাঁহাকে নিয়ত প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তিনি ঐ কার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার এই তিন প্রধান ছাত্রদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা আমার

এই কার্য্য সম্পাদনার্থ অর্থের দ্বারা এবং কায়িক পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য কর, কিন্তু কেহ কোন সাহায্য করেন নাই। ইহা মুদ্রিত করিতে অশীতিসহস্র মুদ্রা ব্যয় হয়। এই সমস্ত টাকা তাঁহার কৃতিমান পুত্র পণ্ডিতকুলপতি শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বি, এ, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮৬৫ খৃঃ অব্দে প্রথমতঃ প্রতিনিধি ডাইরেকৃটার শ্রীযুক্ত উড্‌রো সাহেব মহোদয় বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে দশ সহস্র মুদ্রা অনুমোদন করাইয়া আনাইয়াছিলেন। পরে ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে তৎকালের শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্রফট সাহেব মহোদয় অতিরিক্ত আর পঞ্চসহস্র টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে আনাইয়া, গবর্ণমেণ্টের জন্য পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রায় দুইশত পুস্তক ক্রয় করেন। বিজয়নগরনিবাসী গুণগ্রাহী মহারাজা ষোড়শখণ্ড পুস্তক প্রস্তুত হইলে পঞ্চাশ খানি পুস্তক ক্রয় করিয়া পঞ্চসহস্র মুদ্রা প্রদান করেন।

সর্ব্বশাস্ত্রে বাচস্পতি মহাশয়ের যে সম্যক্ অধিকার ছিল, তাহা তিনি ঐ গ্রন্থে বিপুল পরিমাণে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এপ্রকার গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে প্রাচীনকালে কোন পণ্ডিতেরই ক্ষমতা ছিল কি না আমাদের সন্দেহ। ঐ গ্রন্থে পাণিনীয় প্রত্যয় পরিনিষ্ঠিতরূপ আছে। লৌকিক এবং বৈদিক শব্দের বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত স্থল সপ্রমাণ লিখিত আছে। চার্ব্বাক, মাধ্যমিক, যোগাচার, বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, আর্হত, রামানুজ, মাধ্ব, পাশুপত, শৈব, প্রত্যভিজ্ঞ, রাসেশ্বর, পাণিনি, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বেদান্তদর্শন প্রভৃতির পরিভাষিক শব্দ ও কোন্ কোন্ অর্থে, কোন্ কোন্ স্থানে প্রযুক্ত আছে, তাহা

সোদাহরণ লিখিত হইয়াছে। শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্রের পারিভাষিক শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অষ্টাদশ পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাচীনকালের ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের ইতিহাসও সংক্ষেপে সন্নিবেশিত আছে। আর্য্যগণের মতানুসারে ভূগোল এবং খগোল বর্ণিত আছে। তান্ত্রিক এবং বৈদ্য শাস্ত্র সম্বন্ধীয় শব্দ ও ঔষধ প্রণয়ন ব্যবস্থা সঙ্কলিত আছে। জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে আর্য্যদিগের প্রধান প্রধান জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের মত সঙ্কলিত আছে। ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ, রাজনীতি, অলঙ্কার শাস্ত্র, ছন্দঃ শাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ শাস্ত্র, পাকশাস্ত্র, শিক্ষাশাস্ত্র, কল্পশাস্ত্র, নিরুক্তশাস্ত্র, অশ্বশাস্ত্র, হঠযোগ, বাস্তুশাস্ত্র প্রভৃতি অসংখ্য শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পাঠক মহোদয়গণ! এই সকল শাস্ত্রের গ্রন্থ সংগ্রহ করা এক জন মহারাজারও বিত্তসাধ্য নয়। কিন্তু কলিকাতা মহানগরে সর্ব্বদা সর্ব্বদেশীয় প্রধান প্রধান লোকের সমাগম হয়, এই সুযোগ পাইয়াই তর্কবাচস্পতি মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান লোকের সহিত আলাপ করিয়া তত্তদ্দেশলভ্য সংস্কৃত গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবং তন্নিবন্ধনই এই ভারতবর্ষের অক্ষয়কীর্ত্তি-স্বরূপ এই বাচস্পত্য নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহার পরিশ্রম করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তদ্ধেতু বশতঃ এই গ্রন্থ সম্পন্ন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থ প্রণয়নকাল মধ্যে তিনি দুইবার

কৃপাবলে সংস্কৃতজ্ঞ লোকের উপকারার্থে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে তিনি লিঙ্গানুশাসন নামে এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত করেন।

যৎকালে ভারতেশ্বরীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত ডিউক অফ্ এডিনবরা মহোদয় ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে বাচস্পতি মহাশয় ভারতবাসীদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া রাজ্ঞীর পুত্রকে ধান্য দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। ঐ সময়েই তিনি রাজপ্রশস্তি নামক এক কাব্য গ্রন্থ প্রস্তুত করেন।

প্রাচীন হস্তাক্ষরলিখিত পুস্তক পাঠ করাই সুকঠিন, তাহাতে আবার কবিগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ গদ্যপদ্যরচনাময় ঐ সকল বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থপরম্পরা ভ্রমপ্রমাদশূন্য করিয়া মুদ্রিত করা আরও সুকঠিন। বাচস্পতি মহাশয় সমধিক ব্যয়সাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অসামান্য পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। ফলতঃ এই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, সংস্কৃত শাস্ত্রবিশারদ মহাত্মা জন্ম গ্রহণ না করিলে, হয়ত, লয়োন্মুখ মহাত্মা কবিগণের আজীবন-বিনির্ম্মিত গ্রন্থ পরম্পরার আজও উদ্ধৃতি সাধন হইত না। সুতরাং বোধ হয় ঐ সমস্ত গ্রন্থ লোপ পাইত।

বাচস্পতি মহাশয় সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যেরূপ পরিশ্রম করিতেন, সবলকায় যুবা ব্যক্তিরাও সেরূপ পরিশ্রম করিতে পারেন না। তিনি এত বৃদ্ধ বয়সেও পথ চলিতে চলিতে প্রুফ দেখিতে দেখিতে যাইতেন। এরূপ শ্রমশালী লোক ভারতবর্ষে অতি বিরল। ফলতঃ তিনি কখন এক

জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রহণ গণনা বিষয়ে তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা ছিল। এক সময়ে তিনি গ্রহণ সম্বন্ধে ডাক্তার শ্রীযুক্ত মেকাই সাহেব মহোদয়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতারূপে গণনা করেন, সাহেবের গণনা ঠিক হয় নাই, কিন্তু বাচস্পতি মহাশয়ের গণনা ঠিক হইয়াছিল। তৎকালীন সংবাদপত্রে বাচস্পতি মহাশয়ের প্রশংসাবাদ ভূরি পরিমাণে ঘোষিত হইয়াছিল।

অধুনা পঞ্জিকাপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন চলিতেছে, এতদ্দেশীয় পঞ্জিকাকর্ত্তারা ভ্রমপ্রমাদপরিপূর্ণ পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। পঞ্জিকা পরিবর্ত্তন বিষয়ে বাচস্পতি মহাশয় অনুরাগী ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারই প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত রুদ্রনারায়ণ জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় সর্ব্বপ্রধানরূপে বদ্ধপরিকর হইয়া বিতণ্ডাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাঁর মতই কৃতবিদ্য লোকেরা গ্রাহ্য করিতেছেন। বাচস্পতি মহাশয় আর কিছুদিন যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে প্রাচীন রোমের সম্রাট জুলিয়সসিজার ও নব্য রোমের পোপ গ্রিগরী যে প্রকার জ্যোতিষের গণনা সম্বন্ধে ভ্রম দেখাইয়া প্রবন্ধ প্রচার করেন ও পঞ্জিকাসংস্কার করিয়া গিয়াছিলেন, সেই প্রকার ইনিও ভ্রম দেখাইয়া পঞ্জিকাসংস্কার করিয়া যাইতেন।

বাচস্পতি মহাশয় কালেজে যতদিন অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ততদিন দেশবিদেশ হইতে অর্থাৎ কর্ণাট, পঞ্জাব, কাশ্মীর, নেপাল, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ হইতে পণ্ডিতেরা পরিদর্শনার্থ কালেজে আগমন করিলে অপরাপর পণ্ডিত মহাশয়েরা বিচার করিবার জন্য বাচ-

স্পতির নিকট পাঠাইয়া দিতেন, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, ঐ সকল পণ্ডিতদের সহিত সংস্কৃত ভাষায় বিচার করিতে হইত। সংস্কৃত ভাষায় বিচার করা অন্যান্য পণ্ডিতগণের ক্ষমতাতীত ছিল।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে জয়পুরের মহারাজা শ্রীযুক্ত রামসিংহ বাহাদুর মহোদয় কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ পরিদর্শন করিতে আইসেন। তৎকালে মহারাজা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হন, এবং প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তাঁহাকে জয়পুর যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন, তজ্জন্য তিনি বৈশাখ মাসে তথায় গমন করেন। তৎকালে রাজার বৃত্তিভোগী সেবাইত বৈষ্ণবগণ ধর্ম্মবিমুখ ও উন্মার্গগামী হইয়াছিল। রাজাবাহাদুর তাহাদিগকে তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত বৈষ্ণবশাস্ত্রীয় তর্ক করিতে বলেন। বৈষ্ণবদিগের নেতা বাচস্পতিকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিতে বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ঘৃণার সহিত তৎসমস্ত উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের সকলকে বিচারে পরাস্ত করেন। ইহা দেখিয়া মহারাজা পরম প্রীত হইয়া তর্কবাচস্পতিকে এককালীন দুই সহস্র টাকা পাথেয় ব্যয় জন্য প্রদান করেন ও বার্ষিক পঞ্চদশ সহস্র টাকা, আয়ের দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিতে অভিলাষ করেন। কিন্তু তিনি শেষোক্তটি গ্রহণ করেন নাই। কারণ উহা দেবতারই সেবার জন্য ব্যয় করা উচিত; তাঁহা গ্রহণ করিলে অধর্ম্ম হয়, এই বিবেচনায় তিনি গ্রহণ করেন নাই।

এক সময়ে বেহার রাজ্যের অন্তর্গত মুজঃফরপুর নামক নগরে বাচস্পতি মহাশয় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার

আগমনবার্ত্তা নগর মধ্যে প্রচার হইবামাত্র নগরস্থ প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ এক সভা আহ্বান করেন, এবং ঐ সভাতে বাচস্পতি মহাশয়কে আর্য্যদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে বলেন। ঐ সভায় প্রায় ছয় সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। বাচস্পতি মহাশয় হিন্দীভাষায় বক্তৃতা করিয়া ঐ সভাস্থ লোক সমূহকে এ প্রকার মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলনের নিমিত্ত এক সংস্কৃত পাঠশালা ঐ দিবসই স্থাপিত হয়, এবং ঐ দিবস হইতে এক ধর্ম্মসভা স্থাপিত হয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত ঐ ধর্ম্মসভা ও সংস্কৃত বিদ্যালয় অদ্যাপিও জীবিত থাকিয়া বেহার প্রদেশস্থ ছাত্রদিগকে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেছে। এই সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা বাচস্পতি মহাশয় বিহার রাজ্যের কি মঙ্গল করিয়া আসিয়াছেন, তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা যায় না।

একদা বিলাত হইতে পার্লিয়ামেণ্টের একজন মেম্বর কলিকাতা পরিদর্শনার্থে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহোদয়ের কলুটোলাস্থ পৈতৃকভবনে এক সভা হয়। ঐ সভায় কলিকাতার গণ্যমান্য কৃতবিদ্য বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক সমবেত হন। উপস্থিত লোকের মধ্যে রেভেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভাতে রেভেরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। তদ্দর্শনে পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর সাহেব মহোদয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি

উত্তর দেন যে, আমি বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি যাহা কিছু সংস্কৃত শিখিয়াছি, তাহা উহাঁরি অনুগ্রহে। আমরা বিদ্যাদাতাকে দেবতার ন্যায় মান্য করিয়া থাকি, এই নিমিত্ত বিদ্যাদাতাকে এই প্রকার সম্মান দেখান, আমাদের আজন্ম অভ্যাস। ইনি কেবল আমারই বিদ্যাদাতা নন, সমস্ত ভারতবাসীর সংস্কৃতাধ্যায়ীদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান লোকের গুরু বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আজকাল সংস্কৃতভাষায় যা কিছু উন্নতি দেখিতেছেন, তাহা ইহাঁরই প্রসাদে হইতেছে। ইনি যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষার এরূপ উন্নতি হইত কিনা সন্দেহ।

রন্ধন কার্য্যে বাচস্পতি মহাশয় অত্যন্ত পটু ছিলেন। ইহাঁর জনক জননীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া নিমন্ত্রিত প্রায় সহস্র লোককে ভোজন করাইতেন। বহু-সংখ্যক চুল্লীতে একা চারি ঘণ্টার মধ্যে প্রায় বত্রিশ প্রকারের ব্যঞ্জন পাক করিতেন। তাঁহার পাক করা ব্যঞ্জন অতি সুস্বাদু হইত।

হালিকর কার্য্যেও তিনি দক্ষ ছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে সমারোহের কার্য্যে তাঁহার উপদেশানুসারে অপূর্ব্ব নূতন প্রকারের সুস্বাদু মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত। তাহা খাইয়া লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন।

হেতামপুরের রাজবাটীতে একবার লক্ষ ব্রাহ্মণভোজন হইয়াছিল। তর্কবাচস্পতি মহাশয় তথায় ভোজনাদি সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ঐরূপ সমারোহ কার্য্যে

জমিদারী নিরাস্তার অথবা যে কোন ব্যবসায়ের কাগজ পত্র বুঝিবার বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

তিনি গণিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৭৩খৃঃ অব্দে শ্রীযুক্ত লর্ড নর্থব্রুক গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুর কলিকাতায় সংস্কৃত কালেজ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তৎকালে তর্কবাচস্পতি মহাশয় ছাত্রদিগকে জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে ছিলেন। ঐ সময়ে গবর্ণর জেনেরালের বাচস্পতি মহাশয়ের সহিত পৃথিবী অচল কি সূর্য্য অচল এই সম্বন্ধে বিচার হয়। ঐ বিচারে মহামতি নর্থ-ব্রুক সাহেব বাহাদুর পরম সন্তোষ লাভ করেন। পরিশেষে ধ্রুব নক্ষত্রকে কেন্দ্র করিয়া সূর্য্য যে ঘুরিতেছে, ইহা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল। লর্ড নর্থব্রুক সাহেব মহোদয় বাহাদুর জ্যোতিষ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ঐ সাহেবের সহিত পৃথিবীর অচলত্ব বিষয়ে যে যুক্তি দ্বারা বিচার হইয়াছিল, তাহা বাচস্পত্যভিধানে উল্লিখিত আছে।

ফলিত জ্যোতিষ গণনা বিষয়ে তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। কোষ্ঠী দেখিয়া ভবিষ্যৎ ফলাফল আশ্চর্য্যরূপে বলিতে পারিতেন। তন্নিমিত্ত পাইকপাড়া নিবাসী অশেষ গুণশালী রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ ও রাজা ঈশ্বরনারায়ণ সিংহ মহোদয় প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোকেরা তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। তিনি কোষ্ঠীর বিচার করিয়া যাহা বলিয়া দিতেন প্রায় কখনও তাহার ব্যতিক্রম হইত না। এই কারণে তাঁহার গণনার অনেকে প্রশংসা করিত।

কোন সময়ে সমধিক ধীশক্তিসম্পন্ন, কৃতবিদ্য এক ডাক্তার নৌকাযানে বজবজিয়া নামক গ্রামে চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি যথাসময়ে তথা হইতে বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হন নাই, তজ্জন্য তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের অত্যন্ত দুর্ভাবনা হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় ও ৺রামকুমার মিত্র মহাশয় তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট ঐ বিষয়ের গণনা করিতে আগমন করেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় গণনা করিয়া বলেন, ডাক্তার বাবু জীবিত আছেন, উত্তর পশ্চিম দেশে গমন করিয়াছেন, দশ দিবস অতীত হইলে তিনি বাটীতে প্রত্যাগমন করিবেন। উৎকণ্ঠার কোন্ কারণই দৃষ্ট হয় না। তাঁহার গণনানুসারে ঐ ডাক্তার অবধারিত দিবসে বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। এক সময়ে তিনি চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তঃপাতী খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা নিবাসী ৺শারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন। তথায় সেই সময়ে শারদা বাবু পীড়িত ছিলেন। তাঁহার কোষ্ঠী দেখিয়া ফলাফল গণনা করিতে বলেন। বাচস্পতি মহাশয় উঁহার কোষ্ঠীর বিচার ও গণনা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছিল। একারণ অনেকেরই তাঁহার গণনায় আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। এ প্রকার অসংখ্য গণনা দ্বারা এবং ঐ গণনা ভবিষ্যতে সত্যরূপে পরিণত হওয়ায়, সকলেই তাঁহার গণনায় বিশ্বাস করিতেন।

জ্যোতিষ গণনা বিষয়ে কখন তিনি কাহারও নিকট এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই এবং যে সকল ছাত্রকে জ্যোতিষ

বদ্ধ করিয়া যান যে, তোমরা গণনা করিয়া কাহারও নিকট এক পয়সাও গ্রহণ করিবে না।

বক্তৃতা সম্বন্ধে বাচস্পতি মহাশয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তাঁহার মনে যে ভাব ছিল, সেই ভাব দশ সহস্র লোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রকাশ করিয়া স্বীয় মতানুযায়ী করিবার ক্ষমতাও ছিল। শাস্ত্র এবং অখণ্ড যুক্তি দ্বারা সভাস্থ সহস্র সহস্র লোকের অন্তঃকরণকে আকর্ষণ করিয়া স্বকীয় মতের অনুবর্ত্তী করিবার জন্য তাঁহার যে প্রকার ক্ষমতা ছিল, সে প্রকার ক্ষমতা অপর কাহারও দেখা যায় নাই। কি বাঙ্গালা কি হিন্দী কি সংস্কৃত ভাষায় তিনি মনের ভাব অতি সুচারু রূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন। এ প্রকার সরল সংস্কৃত ভাষায় তিনি বক্তৃতা করিতে সমর্থ হইতেন যে, যাঁহারা সংস্কৃত ভাষা না জানেন, তাঁহারাও তাঁহার বক্তৃতা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিতেন। এক সময়ে মথুরার সেটবংশীয়দের উদ্যোগে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশস্ত গৃহে এক সভা আহূত হয়, ঐ সভায় বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান সমস্ত পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানের বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। আর্য্য সমাজের স্থাপনকর্ত্তা দয়ানন্দ স্বামী দেবতার মূর্ত্তিপূজা বেদনিষিদ্ধ বলিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই মত খণ্ডন করিবার উদ্দেশেই এই সভা আহূত হয়। সংস্কৃত ভাষায় ঐ সভায় বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের মধ্যে অন্য কোন পণ্ডিতই ঐ সভায় সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিতে সক্ষম হন

সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া ছিলেন এবং অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা দয়ানন্দের মত খণ্ডন করেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এবং পঞ্চনদ দেশের অনেক সম্ভ্রান্ত লোকেরা দয়ানন্দের ঐ মত গ্রহণ করিয়া স্বস্ব কুলদেবতার মূর্ত্তি স্বকীয় মন্দির হইতে নিষ্কাশিত করিয়া রাজমার্গে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। দয়ানন্দের মত, ঐরূপ বাঙ্গালাদেশেও প্রচার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় উক্ত স্বামীর মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধীয় মত খণ্ডন করাতে এদেশে দয়ানন্দের মত প্রচলিত হইল না। এবং দয়ানন্দের বেদ শাস্ত্রে যে কিঞ্চিন্মাত্র অধিকার নাই, ইহা বাচস্পতি মহাশয় ঐ সভায় বক্তৃতা কালে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল বৈদিক নিগূঢ় তত্ত্ব এমন সরল ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, সকলেই বুঝিতে পারিয়া ছিলেন যে, দয়ানন্দের মত ভ্রমসঙ্কুল।

এক্ষণে কলিকাতায় বা পল্লীগ্রামে থিয়েটারের প্রতি লোকের নাতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কবির গান প্রচলিত ছিল। ইহাতে দুইদল থাকিত, একদল কোন গান গাইয়া নিবৃত্ত হইলেই অপর দল তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর দিত। উত্তর প্রত্যুত্তর গান শ্রবণ করিবার জন্য তৎকালে কি ভদ্র কি অভদ্র কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকল সম্প্রদায়ের লোকই আগ্রহ পূর্ব্বক শুনিতে যাইতেন এবং কাহার জয়, কাহার পরাজয় হইল, তাহার মীমাংসা করিতেন। প্রত্যেক কবির দলেই এক বা দুইজন করিয়া গীতরচয়িতা থাকিতেন। তৎকালে লোকে ঐ গীতরচককে ওস্তাদ বলিত। গীতরচকেরা পুরাণাদি

হইত না। আসরে বসিয়াই তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত প্রত্যুত্তর গান রচনা করিয়া দিতে হইত। এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিবার জন্য পণ্ডিতেরা তৎকালে কবির গান শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কাল হইতেই কবির গান বাঁধিয়া দিবার জন্য কবি শুনিতে যাইতেন। কলিকাতায় পাঠাবস্থায়ও তিনি হাপ আখড়াই দলের গীত রচনা করিয়া দিতেন। বাচস্পতি মহাশয়ের সমস্ত মহাভারত কণ্ঠস্থ ছিল, এজন্য ইহাঁর রচিত উত্তর সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইত। তিনি ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে কালনায় যখন থাকিতেন, সেখানেও কবির গান শ্রবণ করিতে যাইতেন। কবির দলের গায়কেরা দাঁড়াইয়া গাইতেন, ঐ সময়ে কলিকাতাবাসীদের কবির গানে তত আস্থা ছিল না। কিছু দিন পরে কলিকাতায় হাপআখড়াইয়ের গানের নূতন সৃষ্টি হয়। এই দলের গাহকেরা বসিয়া গীত গাইতেন। কবির দলের ন্যায় ইহাতেও কোন্ পক্ষের জয়, কোন্ পক্ষের পরাজয় হইত, তাহা সভাসদেরা বিচার করিতেন। বাচস্পতি মহাশয় হাপ আখড়াই দলেরও গীত রচনা করিয়া দিতেন তিনি পাখোয়াজ ভাল বাজাইতে পারিতেন এবং তাঁহার রাগরাগিণীবোধও ভালরূপ ছিল।

সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়ে যতপ্রকার সংস্কৃত পুস্তক আছে, তাহার কোন্ অধ্যায়ে কোন্ পাতে কি বিষয় আছে, তাহা তিনি স্মরণশক্তির প্রভাবে বলিয়া দিতেন। এরূপ স্মরণশক্তি কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। একদা তিনি কোন বৈষয়িক মোকদ্দমায় নিম্নস্থ বিচারালয়ে পরাজিত হইলে, ঐ মোকদ্দমা হাইকোর্টে আসিলে বিচক্ষণ জজ মহামান্য শ্রীযুক্ত সিটনকার সাহেব মহোদয় ও চিফজষ্টিস মহামান্য শ্রীযুক্ত পীকক-সাহেব মহোদয়ের নিকট বিচার হয়। হাইকোর্টে বাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া জবাব করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া উক্ত জজসাহেব মহোদয়েরা বলিয়াছিলেন, যদি বাচস্পতি মহাশয় আইন ব্যবসা করিতেন, তাহা হইলে এই আদালতের সর্ব্বপ্রধান উকীল বাবু দ্বারকানাথ মিত্র অপেক্ষাও বড় উকীল হইতেন। তাঁহার বক্তৃতাপ্রভাবে ঐ মোকদ্দমায় তাঁহার জয়লাভ হইয়াছিল।

হিন্দু বিধবা, মৃত পতির সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া, যদি ব্যভিচার দোষে দূষিতা হয় তাহা হইলে ঐ ব্যভিচারিণী বিধবা মৃত স্বামীর সম্পত্তি ভোগদখল করিতে পারে কি না? এই সম্বন্ধে কলিকাতার হাইকোর্ট তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে আহ্বান করিয়া শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিয়াছিল। তিনি হিন্দু বিধবা অধিকারিণী হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে তাঁহার সম্পত্তিতে অধিকার না থাকা উচিত এ প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তৎকালীন হাই-কোর্টের জজ অনরেবেল দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ও এই মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তন্নিমিত্ত বাচস্পতি মহাশয় ভূরি ভূরি শাস্ত্রের প্রমাণ দর্শাইয়া ছিলেন। ভারত ভূমির মঙ্গলকর এই ব্যবস্থা চালাইবার জন্য কেবল যে তিনি

মোকদ্দমায় কূট প্রশ্ন করিবার অর্থাৎ জেরা করিবার বিষয়ে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। হুগলির জজ আদালেতে তারকেশ্বরের মহান্তের মোকদ্দমার সময়ে তাঁহার বিপক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ পালিত মহাশয় বারিষ্টর ছিলেন এবং 'স্বপক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র মহাশয় উকীল ছিলেন।' একদিন বাচস্পতি মহাশয় একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধ দিবসে নদীপার হওয়া ও গ্রামান্তরে যাওয়া নিষিদ্ধ, তৎপ্রযুক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তজ্জন্য বিচারপতি ঐ মোকদ্দমা সে দিন স্থগিত রাখিবার আদেশ প্রদান করেন। বারিষ্টার বাবু তারকনাথ পালিত বলেন, যে, বাচস্পতি উকীল নন, তিনি আদালতে উপস্থিত হন নাই, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষের উকীল বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র উপস্থিত আছেন। তবে কেন মোকদ্দমা স্থগিত থাকিবে। ইহা শ্রবণ করিয়া মহামতি জজ সাহেব মহোদয় উত্তর করেন যে, তর্কবাচস্পতি বহুদর্শী ও শাস্ত্রজ্ঞ। তিনি উপস্থিত না থাকিলে এরূপ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে পারে না। কারণ সংস্কৃতজ্ঞ তর্কবাচস্পতি এ মোকদ্দমায় কূট প্রশ্ন না করিলে মোকদ্দমা চলিতে পারে না। এই হেতু বশতঃ মোকদ্দমা অদ্য স্থগিত রাখা গেল। পর দিবস তর্কবাচস্পতি মহাশয় আদালতে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষ শ্যামগিরীর পক্ষের সাক্ষী সংস্কৃত কালেজের স্মৃতির অধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়কে জেরা করিলে মহান্ত জয়লাভ করেন।

বাচস্পতি মহাশয়ের বিলক্ষণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল। এক সময়ে তিনি

গয়াধাম যাইতেছিলেন। শোণভদ্র নদের পরপারে অকস্মাৎ দস্যুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি উহাদিগকে দেখিয়া ভীত না হইয়া অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট যাইতেছেন, কর্ম্মচারীর দ্বারা এরূপ ঘোষণা করেন। ইহা শুনিয়া দস্যুগণ ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করে।

ষড়্দর্শনবেত্তা নিমচাঁদ শিরোমণি বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় পণ্ডিতও কলিকাতার একপত্রী ছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজে কর্ম্ম স্বীকার করায় এক শত টাকার বিদায় স্থলে চল্লিশ টাকা হারে তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়, সে জন্য তিনি ঐ বিদায় গ্রহণ না করিয়া প্রত্যর্পণ করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন, যখন সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপকগণ সর্ব্বোচ্চ বিদায় পাইবেন, তৎকালে কালেজের অধ্যাপকগণ বিদায় গ্রহণ করিবেন। সেই তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী তাঁহার জীবদ্দশায় ঘটিয়া উঠে নাই। পরে তাঁহার উপযুক্ত ছাত্র বাচস্পতি মহাশয় দ্বারা উক্ত ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছিল।

কলিকাতায় ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন মহাশয় একপত্রী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কলিকাতায় তর্কবাচস্পতি মহাশয় একপত্রী হন। বাঙ্গালাদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে অর্থাৎ ঢাকা, ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর, যশোহর, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান হইতে এক খানি করিয়া পত্র কলিকাতায় আসিত। ঐ পত্র তর্কবাচস্পতি মহাশয় পাইতেন। ঐ পত্র পাইলেই যে সম্মান পাওয়া হয় এরূপ নহে। ঐ পত্রের বিদায় আনা বড় কঠিন। সে দেশের জমিদার ও সম্ভ্রান্তগণ, পণ্ডিতদিগকে অত্যন্ত সম্মান করেন, কিন্তু সভাস্থলে বিচারে যদি পরাস্ত হন, তাহা হইলে

পর্য্যন্ত দেন না। বরং তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, 'কে তোমাকে টোল করিতে বলিয়াছিল'। যদি বিচারে জয়ী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় ঐ সকল দেশে ক্রমান্বয়ে এক সভায় পঞ্চাশ বা ষাট জন পণ্ডিতের সহিত বিচার করিতেন এবং ক্রমশঃ সকল পণ্ডিতকেই পরাজয় করিতেন। এক এক সময়ে ষোড়শ বা সপ্তদশ দিবস বিচার হইত, পূর্ব্ব বঙ্গদেশের পণ্ডিতেরা পূর্ব্বপক্ষ করিতেন, এ দেশের পণ্ডিতদিগকে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইত।

যদিও তর্কবাচস্পতি মহাশয় অদ্বিতীয় ধীশক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন, কিন্তু স্বীয় উদারতা প্রযুক্ত, তাঁহাকে যে যাহা বলিত, তাহাই বিশ্বাস করিতেন। সুতরাং অনেক সময়ে, অনেকে তাঁহার নিকট হইতে অনেক টাকা প্রতারণা করিয়া লইয়াছে। তিনি অর্থোপার্জ্জন করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কারণ, যদি কোন অপরিচিত লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিত যে, অমুক ব্যবসায়ে দশ সহস্র টাকা দিতে পারিলে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে; তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক টাকা দিতেন। কিন্তু, অপরিচিত ব্যক্তিরা টাকা গ্রহণ করিয়া আর তাঁহার সহিত দেখা করিত না।

তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ক্রমান্বয়ে তিন বিবাহ হয়। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। ছয়মাস মধ্যেই ঐ পত্নীর মৃত্যু হইলে তিনি বর্দ্ধমানের সন্নিহিত বাসুদো নামক গ্রামনিবাসী তারিণীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের দর্শনীয়া সুলক্ষণা অম্বিকাদেবী নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইনি তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের যোগ্যা ভার্য্যা

ছিলেন। বাচস্পতি মহাশয় একসন্ধ্যা আতপ তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতেন। এজন্য ইহাঁর সহধর্ম্মিণীও একসন্ধ্যা আতপ তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতেন। তিনি স্বামীর সন্তোষের জন্য মৎস্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। সাংসারিক কার্য্য স্বয়ং সমাধা করিতেন। তৎকালে সাধারণ লোকের পাচিকা বা পাচক ব্রাহ্মণ রাখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না। তাঁহার গৃহিণী ছাত্রদিগের ও সমাগত বহুলোকের জন্য পাকাদি কার্য্য স্বয়ং সমাধা করিতেন। কালক্রমে এই অম্বিকাদেবীর গর্ভে বাচস্পতি মহাশয়ের তিন পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় পুত্র অল্পবয়সেই কাল-গ্রাসে নিপতিত হয়েন। দ্বিতীয় পুত্র জীবানন্দ ১৮৪৪খৃঃ অব্দের চৈত্রমাসে সংক্রান্তির দিবস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার লগ্নস্থান অবলোকন করিয়া জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলেন যে, তাঁহার কোষ্ঠীতে চারিটী গ্রহ উচ্চ স্থানে আছে। এই হেতু বশতঃ বাচস্পতি মহাশয় গণনা দ্বারা দেখিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই পুত্র দ্বারা সংস্কৃত শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতিলাভ হইবে। এই সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত পুত্রের জন্মের পর অবধি তিনি সমস্ত ব্যবসায় কার্য্য জীবানন্দের নাম দিয়া চালাইয়া-ছিলেন।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে শ্রীমতী অম্বিকাদেবী কলিকাতা নগরে কালকবলে নিপতিত হইলেন। বাচস্পতি মহাশয় গুণবতী সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুতে কিছুদিন অত্যন্ত অধীর হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ শিশু-সন্তানগণের লালন পালনের জন্য অত্যন্ত বিব্রত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার পুনরায় দারপরিগ্রহের ইচ্ছা ছিল না।

তিনি বলিতেন যে, প্রথমপক্ষের সন্তান সন্ততি বিদ্যমান থাকিলে পুনর্ব্বার পরিণয় করা গর্হিত কার্য্য। পুত্র থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করা নির্ব্বোধের কার্য্য। যে ব্যক্তি পূর্ব্ব-পরিণীতা পত্নীর গর্ব্ভসম্ভূত সন্তান সন্ততি বর্ত্তমান থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করে, তাহার পূর্ব্বসন্তানের প্রতি স্নেহ মমতার হ্রাস হয়। যদিও তিনি মৃতপত্নীক হইয়া একবৎ-সরকাল বিবাহ করেন নাই, তথাপি ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহার পিতৃদেব কালিদাস সার্ব্বভৌম মহাশয় ও তাঁহার পরমহিতৈষী সংস্কৃতকালেজের জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপক পূজ্যপাদ যোগধ্যানমিশ্র মহাশয় তাঁহাকে পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহের জন্য সর্ব্বদা উত্তেজিত করিতেন। তিনি অধ্যা-পক ও পিতার অনুল্লঙ্ঘনীয় আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া অগত্যা পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৮৫১ খৃঃ অব্দে কাটোয়ার সন্নিহিত এয়োপুর নামক গ্রামে কালিদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবীর সহিত বাচস্পতি মহাশয়ের পরিণয় হয়। প্রসন্নময়ী দেবীর গর্ব্ভে তাঁহার দুইটী মাত্র কন্যা হয়।

বাচস্পতি মহাশয় অতিশয় ক্রিয়াবান্ লোক ছিলেন। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের ফাল্গুন মাসে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের উপনয়নো-পলক্ষে মহাসমারোহ করেন। ঐ অব্দের অক্ষয় তৃতীয়ার দিবস বাচস্পতি মহাশয়ের পিতা পরলোক গমন করেন। তিনি পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। এত-দুপলক্ষে তিনি বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান অধ্যাপকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথেষ্ট অর্থ প্রধান করিয়াছিলেন। পরে প্রতিবৎসর পিতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার আজীবন

কাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপকগণকে উৎসাহ প্রদানার্থ যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতেন। এই নিয়ম ১৮৬৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিংশতিবর্ষ পরিরক্ষিত হইয়াছিল। তিনি জনক জননীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে ভোজন করাইতেন। সমাগত নিমন্ত্রিতগণ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সৌজন্যাদি গুণ সমূহে মুগ্ধ হইতেন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের উপনয়নসংস্কার দেন। পরে ১৮৬২ খৃঃ অব্দে সমারোহ পূর্ব্বক দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত জীবানন্দের বিবাহ দেন।

বাচস্পতি মহাশয় প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন, এবং নিমন্ত্রিত লোকের নিকট প্রণামীর টাকা গ্রহণ করিতেন না। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগকে বেলা দশটার মধ্যেই ভোজন করাইতেন। বাচস্পতি মহাশয়ের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া অপরাপর কোন কোন ভদ্রলোকেরা পূজার সময় নিমন্ত্রিতগণের নিকট প্রণামী গ্রহণ করা অতি গর্হিত বোধে স্বস্ব গৃহে প্রণামী লওয়া রহিত করেন।

১৮৬৬ খৃঃ অব্দের ১০ই আশ্বিন তাঁহার প্রথম পৌত্র শ্রীমান্ আশুবোধের জন্ম হয়। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের আশ্বিন মাসে তাহার দ্বিতীয় পৌত্র শ্রীমান্ নিত্যবোধের জন্ম হয়। ঐ বৎসর ফ্রি সংস্কৃত কালেজের নিমিত্ত এক বাটী ক্রয় করেন। ঐ বাটীতেই অদ্যাবধিও নানাদিগ্‌দেশ হইতে সমাগত বিদ্যার্থীরা অধ্যয়ন করিতেছে। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে তাঁহার প্রথম পৌত্রের বিবাহ অতি সমারোহে সম্পন্ন করেন। এই বিবাহে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং দীন দরিদ্রদিগকে যথেষ্ট অর্থাদি দান করেন।

কলিকাতা যোড়াসাঁকো নিবাসী অশেষ গুণশালী বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় ভারতবাসী হিন্দুগণের হিতকামনায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসপ্রণীত মহাভারত পণ্ডিতগণের দ্বারা অনুবাদে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে দেখিলেন যে, মহাভারতের ব্যাসকূটের ও মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ের দুরূহ অনেক স্থলে তাঁহার অনুবাদক পণ্ডিতেরা অত্যন্ত ভ্রমসংযুক্ত অনুবাদ করিতেছেন। তখন তিনি বাচস্পতি মহাশয়ের দ্বারা মহাভারতের ব্যাসকূট ও মোক্ষধর্ম্মের দুরূহ স্থান সকলের মীমাংসা করিয়া লন। এই মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় অনুবাদ করিতে হইলে ষড়্‌দর্শনে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির আবশ্যক। তৎকালে ষড়্‌দর্শনবেত্তা অন্য কোন পণ্ডিত ছিলেন না। এতন্নিবন্ধন তিনি অনন্যোপায় হইয়া বাচস্পতি মহাশয়ের সাহায্য গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে বাচস্পতি মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাকে বলেন, যে এই জগতের হিতকর কার্য্যে সাহায্য করিয়া অর্থ গ্রহণ করা অতিশয় নরাধম ও অর্থপিশাচের কার্য্য। তিনি মোক্ষধর্ম্মের অনুবাদে যদি সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে উহা অন্য কোনও পণ্ডিতের দ্বারা এরূপ বিশদরূপে সম্পন্ন হইত না। ইহা কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহার প্রণীত মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের অনুবাদের উপসংহারে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যথা, "এই বিষয়ে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি

না করিলে ভারতের দুরবগাহ কূটার্থের কখনই প্রকৃষ্টানুবাদ করণে সমর্থ হইতাম না। মহাভারতের কোন কোন অংশ এরূপ সুকঠিন ও কূটার্থপরিপূর্ণ যে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম প্রাপ্ত না হইয়া অদ্যাপি অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বীয় স্বীয় মতানুসারেই তাহার কথঞ্চিৎ যথাশ্রুত অর্থ করিয়া থাকেন। ইহার অনেক স্থলে এরূপ মতবৈপরীত্য লক্ষিত হয় যে,তাহার সমন্বয় সাধন করা নিতান্ত সুকঠিন ইত্যাদি।”

ইংলণ্ড প্রদেশের অক্সফোর্ড নগরনিবাসী সংস্কৃতপণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত মোক্ষমূলার সাহেব মহোদয়, অরিএণ্টেল কংগ্রেশের লণ্ডন নগরে যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে এ প্রকার মত প্রকাশ করেন যে, বাচস্পতি মহাশয় ও তাঁহার পুত্রের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী সংস্কৃত ভাষায় অমূল্য রত্নের স্বরূপ এবং বাচস্পতির প্রণীত বাচস্পত্য অভিধান প্রণয়ন বিষয়ে তাঁহার মত এই যে, এই সংস্কৃত অভিধানই বিশ্বাসের যোগ্য। ইহার পূর্ব্বে যত প্রকার অভিধান প্রকাশ হইয়াছে, সমুদায় গুলি ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ।

প্রথমতঃ তিনি কালেজে মাসিক ৯০৲ টাকা বেতনে প্রবিষ্ট হন। পরে তাঁহার মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতন হয়। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসের ১লা তারিখে তিনি পেনসন গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় হইতে অবসর লয়েন।

উত্তরচরিত।

নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকা বাচস্পতি মহাশয়ের স্বভাব নহে। তিনি কালেজ হইতে পেন্‌সন্‌ লইবার পর কলিকাতায় ফ্রি সংস্কৃত কালেজ নামে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্বদেশীয় এবং সিংহল, কাশ্মীর, দ্রাবিড়, কর্ণাট, গুজরাট ও মিথিলা প্রভৃতি নানা দিগ্দেশ হইতে সমাগত বিদ্যার্থিগণ তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিত। তিনি ঐ সকল ছাত্রদিগকে বাটীতে অন্ন বস্ত্র প্রদান করিয়া শিক্ষা দিতেন।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দে বোম্বাই প্রদেশের বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়ক সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত নানাশাস্ত্রবেত্তা ডাক্তার শ্রীযুক্ত বুলার সাহেব মহোদয় কলিকাতায় আগমন করেন। ঐ সময়ে তিনি তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের স্থাপিত ঐ ফ্রি সংস্কৃত কালেজ নামক বিদ্যালয়ে আগমন করিয়া বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং প্রকাশ করেন যে, আমি ভারতবর্ষে অবস্থান কালে যত সংস্কৃত বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছি, তন্মধ্যে বাচস্পতি মহাশয়ের এই বিদ্যালয়ে যে প্রকারের উচ্চ ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয়, সে প্রকার আর কোথাও নাই।

১৮৬২ খৃঃ অব্দে ব্যবসায়ে তাঁহার যে লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছিল, তাহার পরিশোধার্থে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে অম্বরসহর হইতে উত্তমর্ণদের উত্তরাধিকারিগণকে কলিকাতায় আনাইয়া ছিলেন। ঐ সকল উত্তমর্ণের উত্তরাধিকারিগণ বাচস্পতি মহাশয়ের ঋণের বিষয় কিছুই অবগত ছিল না এবং ঐ সকল ঋণ যদিও আইন অনুসারে তমাদি হইয়াছিল,

তথাপি ধর্ম্মতঃ ঐ সকল ঋণ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত উত্তমর্ণের উত্তরাধিকারিগণের ঋণ পরিশোধ করেন। এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্রের উপনয়নোপলক্ষে যে সময় কালনায় উপস্থিত হন, তৎকালে, প্রায় একবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার কালনার দোকানে নিযুক্ত কর্ম্মচারীরা যে সকল ঋণ করিয়াছিল, ঐ সমস্ত ঋণের বিষয় বাচস্পতি মহাশয় অবগত হইয়া উত্তমর্ণের মধ্যে যে যত টাকা ঋণের কথা ব্যক্ত করিয়াছিল, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া অঋণী হন।

সংস্কৃত কালেজের জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক পূজ্যপাদ যোগধ্যান মিশ্র মহাশয় সুদ পাইবার মানসে দুই সহস্র টাকা বাচস্পতি মহাশয়ের দোকানে জমা দিয়াছিলেন। বাচস্পতি মহাশয় ঐ টাকার সুদ পাঁচ সহস্র টাকা ঐ পণ্ডিত মহাশয়কে দেন। যখন ঐ পণ্ডিতের মৃত্যু হয়, তৎকালে তাঁহার পুত্র পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সদানন্দ মিশ্র মহাশয় গর্ভস্থ ছিলেন। সদানন্দের জননী সদানন্দকে প্রসব করিয়া তাঁহার শৈশবাবস্থাতেই পরলোক গমন করেন। সুতরাং সদানন্দ ঐ টাকার বিষয় কিছুমাত্র জানিতেন না। সদানন্দ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বাচস্পতি মহাশয় ঐ টাকা তাঁহাকে প্রদান করেন। আজ কাল জগতের গতি এই প্রকার যে, অনেকে মহাত্মা বলিয়া পরিচিত হইলেও সুযোগ পাইলে ফাঁকি দিতে ছাড়েন না। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না।

বাচস্পতি মহাশয়, বাচস্পত্যভিধান সম্পূর্ণ হইবার পর এক বৎসর কাল বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া আর্য্যদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন। যাগ যজ্ঞে ও কর্ম্ম-

দ্বারা যে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন। তিনি অনেক ধনশালী লোকের সন্তান না হইলে তাহাদিগকে যাগ করিবার উপদেশ দিতেন, এইস্থলে একটী উদাহরণ দেওয়া গেল, রাজা ঈশ্বরনারায়ণ সিংহ মহোদয়কে তিনি যাগ করিবার উপদেশ দেন, ঐ রাজা যাগ করিলে পর তাঁহার একটী সন্তান হয়।

বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন এবং তাঁহার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য-কলাপ করিতেন। বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে মৎস্য ভোজন করান ব্যবহার আছে। মৎস্য ভোজন করা তাঁহার মতে নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহার উপ-দেশানুসারে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে তৎকালে ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে মৎস্য ভোজন করান বন্ধ হইয়া-ছিল।

বাচস্পতি মহাশয় অত্যন্ত ধর্ম্মশীল ছিলেন। তিনি হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রের মতানুযায়ী অনুষ্ঠানপদ্ধতি বিশেষরূপে প্রতি-পালন করিতেন। একদা দেশপর্য্যটন সময়ে রাজপুতনা প্রদেশের উত্তপ্ত বালুকাময় ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে তাঁহাকে চারি ক্রোশ পথ যাইতে হইয়াছিল, ঐ দুর্গম বালুকাময় স্থল অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে কি রাজা কি সম্ভ্রান্ত কি দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের লোককেই গোযান বা বুলক ট্রেণের আশ্রয় লইতে হয়। ঐ বালুকাময় ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া অশ্বশকট যাইতে পারে না, কিন্তু তিনি বৈশাখ মাসের প্রখর দিনকরকিরণে তাপিত বালুকাময় ক্ষেত্র অক্লেশে পদব্রজে অতিক্রম করেন। তাঁহার অনুচরবর্গেরা

ঐ বুলক ট্রেণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঐ বালুকাময় ক্ষেত্র অতিক্রম করে কিন্তু তিনি কোন ক্রমেই ধর্ম্মভয়ে ঐ গোযান আশ্রয় করেন নাই। তিনি স্বধর্ম্ম প্রতিপালনার্থে ঐ উত্তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া চারি ক্রোশ পথ পদব্রজেই আসিয়াছিলেন।

কলিকাতায় ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তিনি সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া জয়পুর প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণ যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ঐ সভার অন্যান্য সদস্যেরা কলিকাতার কলের জল দ্বারা শালগ্রাম পূজা হইবে, এরূপ ব্যবস্থা প্রকাশ করেন। এইহেতু বাচস্পতি মহাশয় ঐ সভা ১৮৭১ খৃঃ অব্দে পরিত্যাগ করিয়া আইসেন এবং তাঁহার সঙ্গে অন্যান্য হিন্দু আস্তিক লোকেরাও সভা পরিত্যাগ করেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, তিনি ত্যাগ করাতে ঐ সভা অল্প সময়ের মধ্যেই উঠিয়া যায়।

আজকাল ভারতবর্ষীয় যুবা পুরুষেরা বিদ্যাধ্যয়নার্থ ইংলণ্ড যাইতেছেন। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে বাচস্পতি মহাশয় এ সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত ব্যবস্থা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন। ঐ ব্যবস্থাতে বাচস্পতি মহাশয় এইমত প্রকাশ করিয়াছেন—যদি বিদ্যার্থীরা স্বীয় স্বীয় বর্ণধর্ম্মানুযায়ী নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যা বন্দনাদি অনুষ্ঠান করিয়া এবং ম্লেচ্ছদিগের অন্নাদি ভক্ষণ না করিয়া, বিলাতে বিদ্যাধ্যয়ন করিতে যান, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে কোন পাপ নাই। নেপালাধিপতি মহারাজা জং বাহাদুর মহোদয় বাচস্পতি

বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থা লইয়া স্বধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক মহারাজ হুলকার বাহাদুরের অনুমতি অনুসারে তাঁহার পার্লিয়ামেণ্টের সভাতে কোন কার্য্য সাধন করিবার জন্য মহামান্য শ্রীযুক্ত গণেশ শাস্ত্রী নামক মহারাষ্ট্রদেশীয় একজন আস্তিক পণ্ডিত মহাশয় বিলাত গিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি স্বজাতি মধ্যে অপাঙ্‌ক্তেয় হন নাই। বাচস্পতি মহাশয়ের প্রদত্ত সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা যথা—

সমুদ্রযানগমনদোষমীমাংসা।

ওঁ তৎসৎ।

বাণিজ্যরাজাজ্ঞাদিনিমিত্তকসমুদ্রনৌযানে তৎকালে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে ম্লেচ্ছাদিভিঃ কৃতরসংসর্গাভাবে চ দ্বিজানাং প্রায়শ্চিত্তাভাবঃ অব্যবহার্য্যতাভাবশ্চ। ধর্ম্মার্থসমুদ্রযানগমনে তু স্বধর্ম্মত্যাগে ম্লেচ্ছাদিভিঃ কৃতরসংসর্গে চ কৃতপ্রায়শ্চিত্তানামপি দ্বিজানামব্যবহার্য্যতা শূদ্রাণান্তু প্রায়শ্চিত্তাচরণে ব্যবহার্য্যতেতি বিশেষঃ।

তথাহি, হেমাদ্রৌ কলিবর্জ্যপ্রকরণে—

"বিধবায়াং প্রজোত্‌পত্তৌ দেবরস্য নিয়োজনম্" ইত্যুপক্রম্য

"দ্বিজস্যাব্ধৌ তু নৌযাতুঃ শোধিতস্যাপি সংগ্রহঃ" ইতি

আদিত্যপুরাণবচনে শোধিতস্যাপীত্যনেন কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্যৈব সংগ্রহপদবাচ্যব্যবহার্য্যতানিষেধেন যত্র বিষয়ে সমুদ্রনৌযানং নিষিদ্ধং তত্রৈব বিষয়ে কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্যাপ্যসংগ্রহ ইতি প্রতিপাদিতম্। অত্র শোধিতত্বোক্ত্যৈব প্রায়শ্চিত্তনিমিত্তীভূতপাপনিশ্চয় আক্ষিপ্যতে তন্নিশ্চয়শ্চ পাপাবেদকশাস্ত্রাদেব, সমুদ্রনৌগমনমাত্রে চ কুত্রাপি শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তাদ্যদর্শনাৎ ন তস্য নিষিদ্ধতা, কিন্তু তদ্গমনকালে ম্লেচ্ছাদিস্পৃষ্টজলান্নসেবন এব, তৎপাপাপনোদনায় কৃতেঽপি প্রায়শ্চিত্তে ন তদ্যাতুঃ সংগ্রহ ইত্যেব কল্পয়িতুমুচিতম্ শোধিতস্যাপীতি পদস্বারস্যাৎ। অন্যথা সমুদ্রনৌগমনমাত্রে সংগ্রহ ইত্যেবাভিদধ্যাৎ। ন চ তথাভিহিতম্। ন চ

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংসদানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥
দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং বরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ॥
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধশ্চ তথা মখঃ।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ॥"

ইতি বৃহন্নারদীয়বচনে সমুদ্রযাত্রাস্বীকারস্য কলৌ নিষিদ্ধতয়া নিষিদ্ধাতিক্রমে চ

"বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥"

ইতি স্মৃতৌ ক্রমশস্তথাচরণে পাতিত্যপ্রতিপাদনাৎ তদ্বিষয় এব প্রায়শ্চিত্তাচরণসম্ভবেন তত্রৈব শোধিতস্যাপীত্যস্যাবকাশ ইতি বাচ্যম্ বৃহন্নারদীয়বচনে উপসংহারে "ইমান্ ধর্ম্মান্" ইত্যুক্তেঃ ধর্ম্মরূপসমুদ্রযাত্রাস্বীকারস্যৈব কলৌ নিষেধাৎ বাণিজ্যরাজাজ্ঞাদিনিমিত্তকস্য তস্য নিষেধাভাবেন তদ্বিষয়কত্বাসংভবাৎ। স্মর্য্যতে চ ব্রহ্মহত্যাদিপাপাপনোদনার্থং সমুদ্রগমনং পরাশরেণ,—প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে

"শতযোজনবিস্তীর্ণং শতযোজনমায়তম্।
রামচন্দ্র-সমাদিষ্ট-নল-সঞ্চয়-সঞ্চিতম্॥
সেতুং দৃষ্ট্বা সমুদ্রস্য ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি।"

ইত্যন্তেন

ন চাত্র সমুদ্রসেতুদর্শনস্যৈব ব্রহ্মহত্যানাশকত্বং শঙ্ক্যং, সমুদ্রযাত্রাস্বীকারং বিনা শতযোজনায়তস্য সেতোর্দর্শনাসম্ভবেন আক্ষেপেণৈব

যোজনমায়তম্” ইতি বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ তথা চ শতযোজনবিস্তারায়তসেতুবন্ধদর্শনস্যৈব প্রকৃতব্রহ্মহত্যাপাপনাশকত্বং ন তু যৎকিঞ্চিন্মাত্রদর্শনস্য, পাপপ্রাবল্যেন পরিশ্রমপ্রাবল্যস্যাপেক্ষিতত্বাৎ কিন্তু একাদশ্যাদিব্রতস্যেব যৎকিঞ্চিন্মাত্রদর্শনস্যাতিদিষ্টব্রহ্মহত্যানাশকত্বম্ যুক্তম্। অতএব

“যো ভূয় আরভতে তস্য ফলে বিশেষঃ”

ইতি জৈমিনিনা সক্ষম্বায়াসে ফলবাহুল্যং নির্ণীতং, নির্ণীতঞ্চ ঋগ্বেদভাষ্যে মাধবাচার্য্যেণ সম্যগায়াসাদিনা অনুষ্ঠিতাশ্বমেধাদ্যপেক্ষয়া তত্তদ্যজ্ঞবিদ্যাবোধকবেদাধ্যায়িনো ন্যূনফলত্বম্। এবঞ্চ প্রকৃতব্রহ্মহত্যায়াঃ অপনোদনার্থং শতযোজনদীর্ঘবিস্তারসেতুদর্শনং স্মৃতৌ বিহিতম্। তেনৈব চ সমুদ্রনৌগমনমর্থাপত্তিলভ্যম্ এবং দ্বারবত্যাদিতীর্থযাত্রাঙ্গমপি সমুদ্রযানগমনমর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্যম্। এবঞ্চ ঈদৃশসমুদ্রযানস্যৈব ধর্ম্মরূপতয়া বিহিতস্য কলৌ নিষেধঃ বৃহন্নারদীয়বচনে কমণ্ডলুবিধারণাদিভিঃ পুণ্যাপরপর্য্যায়ধর্ম্মসাধনত্বেন ধর্ম্মরূপৈঃ সমভিব্যাহারেণ পঠিতত্বাৎ ধর্ম্মরূপস্যৈব সমুদ্রযানস্য নিষিদ্ধৌচিত্যাৎ

“প্রায়েণ সমানরূপাঃ সহচরা ভবন্তি”

ইতি ন্যায়াৎ। এতেন বৃহন্নারদীয়ে সমুদ্রযাত্রাস্বীকার ইতি পাঠে রঘুনন্দনমাধবাচার্য্যাদিবহুনিবন্ধকারসম্মতে স্থিতে নির্ণয়সিন্ধৌ সমুদ্রযাতুঃ স্বীকার ইতি পাঠকল্পনমনাকরমনুচিতঞ্চ তথা সতি সমুদ্রযাতুর্জনস্য স্বীকাররূপব্যবহারস্য ধর্ম্মরূপত্বাভাবেন “ইমান্ ধর্ম্মান্” ইত্যভিধানস্য অযুক্তত্বাপত্তেঃ। ততশ্চ ধর্ম্মার্থসমুদ্রযাত্রা-স্বীকারস্যৈব নিষিদ্ধতয়া বাণিজ্যরাজাজ্ঞাদিনিমিত্তকস্য তস্য কুত্রাপ্যনিষেধাৎ তৎসময়ে ম্লেচ্ছাদিগুরুতরসংসর্গে সন্ধ্যাবন্দনাদিত্যাগে চ তৎপাপনোদনার্থং শোধিতস্যাপি (কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্য) ন সংগ্রহ ইত্যত্রৈব আদিত্যপুরাণবচসতাৎপর্য্যম্। যথা চ

“কামতোঽব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহ জায়তে”

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন পাতকবিশেষে প্রায়শ্চিত্তাচরণেঽপি অব্যবহার্য্যতা অভিহিতা তৎসমানন্যায়াদত্রাপি প্রায়শ্চিত্তাচরণেঽপি ন ব্যবহার্য্যতেতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ। এবঞ্চ সমুদ্রনৌগমনকালে সন্ধ্যাদিকর্তুঃ ম্লেচ্ছাদিভিণ্ড কৃতস্য সংসর্গমকুর্ব্বতশ্চ প্রায়শ্চিত্তজ্ঞাপকশাস্ত্রাভাবাৎ ন অব্যবহার্য্যতা নাপি প্রায়শ্চিত্তাচরণম্। ততশ্চ

"উষিত্বা যত্র কুত্রাপি স্বধর্ম্মং প্রতিপালয়ন্।
ষট্ কর্ম্মাণি প্রকুর্ব্বীরন্নিতি ধর্ম্মস্য নিশ্চয়ঃ ॥"

ইতি স্মৃতৌ যত্র কুত্রাপি বাসেঽপি স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে পাপশূন্যত্বমুক্তং স্থপন্নম্।

অতএব কলৌ বাণিজ্যাদ্যর্থসমুদ্রযানে শিষ্টাচারোঽপি দৃশ্যতে। তথা হি বৎসরাজামাত্যয়োর্যৌগন্ধরায়ণবাভ্রব্যয়োর্যুক্তার্থং বৎসরাজরাজাজ্ঞয়া সমুদ্রযানং রত্নাবলীনাটকে বর্ণিতং, বর্ণিতঞ্চ ভাবাচণ্ডীপুস্তকে শ্রীমন্তাভিধবণিজস্তৎপিতুশ্চ ইতো বঙ্গদেশাৎ সিংহলগমনম্ ন চ তদ্‌গমনং তদা কেনাপি বিগীতম্ যদি তদ্বিগীতং স্যাত্তদা তে হি শিষ্টাঃ কথং তৎ কুর্য্যুঃ। এতন্মূলকমেব ইদানীমপি অন্যৈঃ শিষ্টৈর্বাণিজ্যাদ্যর্থং সিংহলাদিগমনমনুষ্ঠীয়তে। অতঃ সমুদ্রযানগমনমাত্রং নিষিদ্ধমিতি তু রিক্তং বচঃ। ততশ্চ ধর্ম্মার্থসমুদ্রযানগমনমেব কলৌ নিষিদ্ধমায়াতম্। তদ্‌গমনকালে চ যদা ম্লেচ্ছাদিভিণ্ড কৃতসংসর্গঃ সন্ধ্যাদিত্যাগশ্চ তদৈব প্রায়শ্চিত্তাচরণেঽপি দ্বিজানামব্যবহার্য্যতা শূদ্রাণান্তু প্রায়শ্চিত্তাচরণে ব্যবহার্য্যতৈব দ্বিজপদস্বারস্যাৎ অন্যথা লোকস্যাব্ধৌ স্থিত্যভিদধ্যাৎ। ইত্যেব দ্বিজেভ্যঃ শূদ্রাণাং বিশেষ ইতি দিঙ্‌মাত্রমুপদর্শিতম্।

অত্র যদি কেচিৎ বিপক্ষপক্ষং সমর্থয়মানাঃ প্রমাণযুক্ত্যাসাবষ্টম্ভেন প্রত্যবতিষ্ঠেরন্ তদা দৃঢ়তরপ্রমাণোপন্যাসেন তেষাং মতোপমর্দ্দেন স্বপক্ষঃ পশ্চাৎ স্থিরীকরিষ্যতে ইত্যলমতিবিস্তরেণ। শুভমস্তু শিবম্।

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃতবিদ্যামন্দিরাধ্যাপকস্য
সংবৎ ১৯২৮ শ্রীতারানাথতর্কবাচস্পতেঃ

১৮৮৩ খৃঃ অব্দে একদা থিওজফীকেল সোসাইটীর সংস্থাপনকর্ত্তা কর্ণেল শ্রীযুক্ত অলকট সাহেব মহোদয় বাচস্পতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে আগমন করিয়াছিলেন। এবং তথায় তর্কবাচস্পতি মহাশয় ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহোদয়ের সহিত যোগশাস্ত্রসম্বন্ধীয় আলাপ করেন। তিনি যোগ সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়া উক্ত বিদ্যাসাগরকে গড ফাদার অর্থাৎ গুরু এবং বাচস্পতি মহাশয়কে ঐ সম্বন্ধে পরম গুরু স্বীকার করেন। ঐ সাহেব তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ভবনে দুই তিন দিবস হিন্দু মতে অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাদান বিষয়ে উদারচেতা বাচস্পতি মহাশয়ের প্রগাঢ় আগ্রহ ছিল। তিনি বিবিধ কার্য্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়াও ফ্রি সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগকে অধ্যাপনা করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। তাঁহার নিকট কি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী কি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কি জৈনধর্ম্মাবলম্বী বিদ্যার্থিরা অধ্যয়নার্থ আসিলে তিনি সকলকেই সমভাবে বিদ্যা দান করিতেন। এক সময়ে বিজয়গচ্ছ নামক জৈন সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রধান গুরু কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি মানস করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রধান চেলা (অর্থাৎ শিষ্য) বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। কাশী অঞ্চলের পণ্ডিতেরা জৈন সম্প্রদায়ের বিদ্যার্থীকে প্রায় সংস্কৃত অধ্যয়ন করান না। যে দুই এক জন সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক জৈনধর্ম্মাবলম্বীকে সংস্কৃত অধ্যয়ন করান, তাঁহারা অর্থলোভেই করিয়া থাকেন। এই হেতু ঐ জৈনগুরু বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট

এমত প্রস্তাব করেন যে, আমি মাসিক ৩০০৲ তিনশত টাকা আপনাকে প্রদান করিব। আপনি আমার প্রধান শিষ্যকে সংস্কৃত অধ্যয়ন করান। তাহাতে বাচস্পতি মহাশয় অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, বিদ্যাদান করাই আমার জীবনের প্রধান সংকল্প। বিদ্যা বিক্রয় করা অতি পাষণ্ডের কার্য্য। আপনার প্রধান শিষ্য এবং অন্যান্য জৈনধর্ম্মাবলম্বী যে কোন লোক বিদ্যা শিক্ষা করিতে আসিবে, আমি তাহাদিগকে আনন্দ সহকারে বিদ্যা শিখাইব।

জীরাটনিবাসী রসিকানন্দ গোস্বামীর ভদ্রাসন সহস্র টাকার জন্য নীলাম হয়, ঐ গোস্বামী দয়ার্দ্রচেতা বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট রোদন করিলে, তিনি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া তাঁহার বসদ্বাটী রক্ষা করেন।

বাচস্পতি মহাশয় অতিশয় দয়ালু ছিলেন। তিনি কেবল দরিদ্র লোক প্রতিপালনের জন্যই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। নিজে ধনশালী হইব তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় ছিল না। তিনি অনেক সময়ে অনেকের প্রতিভূ হইয়া অনেক টাকা গুণাকার দিয়াছেন।

বড় পণ্ডিতের পুত্র হইলে প্রায় মূর্খ হইয়া থাকে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, "কারণগুণাঃ কার্য্যগুণং আরভন্তে" ইহার মর্ম্ম এই যে, যে দ্রব্য যে উপাদানে নির্ম্মিত হয়, সেই দ্রব্য তাহার বীজভূত উপাদানের গুণবিশিষ্ট হয়। তাহাতে পণ্ডিতের পুত্র হইলে পণ্ডিত হওয়াই স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রীয় চিরন্তন এই যে ঐতিহ্য আছে, ইহা বর্ত্তমানকালে কেন যে বিপরীত দেখা যায়, ইহার কারণ রাসায়নিক পণ্ডিতেরা নিশ্চয় করিতে পারেন

নাই। আমার বিবেচনায় কালমাহাত্ম্যের প্রাধান্য প্রযুক্ত ঐ প্রকার ঘটনা হয়। বাচস্পতি মহাশয় অতিশয় পুণ্যবান্ ও ধর্ম্মশীল ছিলেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্"। এই নিমিত্ত তাঁহার পুত্র সুপণ্ডিত হইয়াছেন।

শ্রীমান্ জীবানন্দ সংস্কৃত কালেজে এবং তাঁহার পিতার নিকট ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা, জ্যোতিষ, ও স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া ১৮৭০ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেন্ট সংস্কৃত কালেজ হইতে "বিদ্যাসাগর" উপাধি প্রাপ্ত হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি পঠদ্দশাতেই পিতার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের সংস্করণ ও টীকা করণে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পঠদ্দশা অতিক্রান্ত হইলে পর লাহোর অরিঅণ্টেল কালেজের অধ্যক্ষতার কথা হয় এবং জব্বলপুরের বিদ্যালয় সমূহের ইন্স্পেক্টারি পদে মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনে নিয়োগপত্র আইসে। কিন্তু তিনি কর্ম্ম করিতে অস্বীকার হন। তদনন্তর সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা তাঁহার নাম দেশ বিদেশে প্রচার হওয়াতে, জয়পুরের মহারাজা ইহাঁকে ৫০০৲ টাকা বেতনে রাজসংসারে কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি ঐ কর্ম্ম করিতেও অস্বীকার হন। কাশ্মীরের মহারাজা সহস্র মুদ্রা বেতন দিয়া তাঁহার রাজ্যে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করণার্থ তাঁহার তত্ত্বাবধারকরূপে নিযুক্ত করিতে মানস করিয়াছিলেন। তাহাতেও ইনি অস্বীকার করেন। নেপালের মহারাজা রণোদ্দীপ সিংহ বাহাদুর শেষবার যখন কলিকাতায় আগমন করেন,

তখন তিনি ইহাঁর বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া মাসিক সহস্র টাকা বেতনে নেপাল দরবারে কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, তাহাতেও ইনি স্বীকার পান নাই।

যদি ইনি গবর্ণমেণ্টের বা ঐ সকল মহারাজাদের দরবারে চাকরী স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে আজ পর্য্যন্ত জগতে এরূপ সংস্কৃত গ্রন্থ সকল সটীক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইত না। ইনি স্বয়ং ক্রমান্বয়ে এক শত সাত খানা সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। সংস্কৃত ভাষায় আজ কাল পাঁচ পৃষ্ঠা রচনা করিতে হইলে ভ্রম ও প্রমাদ ঘটে। কিন্তু ইনি সংস্কৃত সরল গদ্যে চৌদ্দ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ কথাসরিৎসাগর নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে সোমদেবভট্ট নামে এক পণ্ডিত পৈশাচী ভাষায় নিবদ্ধ বৃহৎ কথাসরিৎসাগর গ্রন্থ হইতে শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়া কথাসরিৎসাগর গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। পণ্ডিতকুলপতি শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ঐ সোমদেবভট্ট কৃত কথাসরিৎসাগর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া স্বকীয় সরল গদ্যে ঐ গদ্যাত্মক কথাসরিৎসাগর গ্রন্থ ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। সংস্কৃত ভাষায় ইহাঁর মত গদ্যময় বৃহৎ পুস্তক আর কেহ রচনা করেন নাই। কাদম্বরী ও দশকুমারচরিত প্রভৃতি যে সমস্ত সংস্কৃত গদ্যাত্মক পুস্তক আছে, তাহা দীর্ঘসমাসপরিপূর্ণ, কিন্তু ঐ পুস্তকখানি সরল ভাষায় রচিত।

আজ কাল বঙ্গদেশের বা ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কোন পণ্ডিত জীবিত নাই যিনি সংস্কৃত ভাষায় এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন এবং ঐ টীকা সর্ব্বত্র সমাদৃত হই-

মহোদয় একশত সাতখানি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা দ্বাবিংশতি বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত করিয়াছেন। ঐ একশত সাতখানি গ্রন্থের টীকার মধ্যে প্রায় অনেকগুলি পুস্তক আটশত হইতে দুই হাজার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে সায়নাচার্য্য, মাধবাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত, এত সংস্কৃত গ্রন্থের টীকাকার আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহাও এখানে বলা বাহুল্য যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল পুস্তকের টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা ইউরোপ, এমেরিকা, সিংহল, চীন, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ এবং ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে এত সমাদৃত হইয়াছে যে ঐ সকল পুস্তকের অধিকাংশ পাঁচ ছয়বার মুদ্রিত হইয়াছে।

পণ্ডিতকুলপতি শ্রীযুক্তজীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহোদয় স্বরচিত বিস্তৃত টীকা সহিত যে সকল গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই সমুদয় পুস্তকের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১ ঋতুসংহার,
২ আর্য্যাসপ্তশতী,
৩ পঞ্চরত্ন,
৪ ষড়্‌রত্ন,
৫ সপ্তরত্ন,
৬ অষ্টরত্ন,
৭ নবরত্ন,
৮ গুণরত্ন,
৯ নীতিরত্ন,
১০ যতিপঞ্চক,
১১ সাধনপঞ্চক,
১২ ভ্রমরাষ্টক,
১৩ বানরাষ্টক,
১৪ বানর্য্যষ্টক,
১৫ পূর্ব্বচাতকাষ্টক,
১৬ উত্তরচাতকাষ্টক,
১৭ শুকাষ্টক,
১৮ গঙ্গাষ্টক,
১৯ শৃঙ্গারাষ্টক,
২০ মণিকর্ণিকামাহাত্ম্য,
২১ মণিকর্ণিকাষ্টক,
২২ মোহমুদ্গার,
২৩ ঘটকর্পর,
২৪ নীতিপ্রদীপ,

২৫ নীতিসার,
২৬ ধর্ম্মবিবেক,
২৭ বেদসার শিবস্তোত্র,
২৮ পদ্যসংগ্রহ,
২৯ মহাপদ্য,
৩০ মুকুন্দমালা,
৩১ ব্রজবিহার,
৩২ অপরাধভঞ্জনস্তোত্র,
৩৩ শৃঙ্গারতিলক,
৩৪ হংসদূত,
৩৫ পদাঙ্কদূত,
৩৬ উদ্ধবদূত,
৩৭ চৌরপঞ্চাশিকা,
৩৮ অমরুশতক,
৩৯ শৃঙ্গারশতক,
৪০ দৃষ্টান্তশতক,
৪১ নীতিশতক,
৪২ বৈরাগ্যশতক,
৪৩ সূর্য্যশতক,
৪৪ শান্তিশতক,
৪৫ বৃন্দাবনশতক,
৪৬ চাণক্যশতক,
৪৭ আনন্দলহরী,
৪৮ শ্রীকৃষ্ণলহরী,
৪৯ গঙ্গালহরী
৫০ শ্রুতবোধ,
৫১ বিদগ্ধমুখমণ্ডন,
৫২ রতিমঞ্জরী,
৫৩ জগন্নাথাষ্টক,
৫৪ যমুনাষ্টক,
৫৫ উদ্ধবসন্দেশ,
৫৬ কাশীস্তোত্র,
৫৭ আত্মবোধ,
৫৮ ভক্তচামরস্তোত্র,
৫৯ শিবস্তব,
৬০ কৃষ্ণতাণ্ডবস্তোত্র,
৬১ রাক্ষসকাব্য,
৬২ সপ্তশ্লোকী ভাগবত,
৬৩ একশ্লোক ভাগবত,
৬৪ একশ্লোকী রামায়ণ,
৬৫ একশ্লোকী ভারত,
৬৬ বিষ্ণুস্তব,
৬৭ রসমঞ্জরী,
৬৮ বিদ্যাসুন্দর,
৬৯ বৃন্দাবনযমক,
৭০ রাজপ্রশস্তি,
৭১ কুমারসম্ভব, উত্তরখণ্ড,
৭২ গীতগোবিন্দ,
৭৩ নৈষধচরিত, মহাকাব্য,
৭৪ পুষ্পবাণবিলাস কাব্য,

৭৫ ভামিনীবিলাস,
৭৬ চম্পূরামায়ণ,
৭৭ কাদম্বরী,
৭৮ দশকুমারচরিত,
৭৯ পঞ্চতন্ত্র,
৮০ হর্ষচরিত,
৮১ হিতোপদেশ,
৮২ অনর্ঘরাঘব নাটক,
৮৩ উত্তররামচরিত নাটক,
৮৪ কর্পূরমঞ্জরী,
৮৫ চণ্ডকৌশিক নাটক,
৮৬ চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক,
৮৭ ধনঞ্জয়বিজয়,
৮৮ নাগানন্দ,
৮৯ প্রিয়দর্শিকা নাটিকা,
৯০ বালরামায়ণ নাটক,
৯১ বিক্রমোর্ব্বশী,
৯২ বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটক,
৯৩ মহানাটক,
৯৪ মহাবীর চরিত নাটক,
৯৫ মালতীমাধব নাটক,
৯৬ মুদ্রারাক্ষস নাটক,
৯৭ মৃচ্ছকটিক,
৯৮ রত্নাবলী নাটিকা,
৯৯ শকুন্তলা নাটক,
১০০ অলঙ্কার কাব্যাদর্শ,
১০১ কাব্যদীপিকা,
১০২ সাহিত্যদর্পণ,
১০৩ বাগ্‌ভটালঙ্কার,
১০৪ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ,
১০৫ ছন্দোমঞ্জরী,
১০৬ শুক্রনীতি,
১০৭ বাল্মীকি রামায়ণ আদিকাণ্ড।

এতদ্ভিন্ন

১ কথাসরিৎসাগর,
২ বেতালপঞ্চবিংশতি,
৩ দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা,
৪ কাদম্বরীকথাসার,
৫ মুদ্রারাক্ষসেরপূর্ব্বপীঠিকা
৬ সংক্ষিপ্ত হর্ষচরিত,
৭ সংক্ষিপ্ত দশকুমারচরিত।

এই কয়খানি সংস্কৃত-ভাষার গদ্যগ্রন্থ এবং শব্দরূপাদর্শ এই আটখানি স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। আর তর্কসংগ্রহ নামক ন্যায়-শাস্ত্রের পুস্তকের ইংলণ্ডীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

এবং নিম্নলিখিত সংস্কৃত পুস্তকগুলি জগতের হিতার্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন।

১ উনাদি সূত্র,
২ কলাপব্যাকরণ,
৩ সটীকপারিভাষেন্দুশেখর
৪ সটীকমুগ্ধবোধব্যাকরণ,
৫ লঘুকৌমুদী ব্যাকরণ,
৬ সারস্বত ব্যাকরণ, সটীক,
৭ কিরাতার্জ্জুনীয় সটীক,
৮ চন্দ্রশেখর চম্পূকাব্য,
৯ নলোদয় সটীক,
১০ বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী,
১১ সটীক ভট্টিকাব্য,
১২ চম্পূরামায়ণ মূলমাত্র,
১৩ শতকাবলী,
১৪ মাধবচম্পূ,
১৫ মেঘদূত সটীক,
১৬ রঘুবংশ সটীক,
১৭ শিশুপালবধ সটীক,
১৮ বাসবদত্তা সটীক,
১৯ শঙ্করবিজয়,
২০ ভোজপ্রবন্ধ,
২১ অমরকোষ,
২২ মেদিনীকোষ,
২৩ প্রবোধচন্দ্রোদয় সটীক,
২৪ প্রসন্নরাঘব নাটক,
২৫ বসন্ততিলক ভাণ,
২৬ মল্লিকামারুতনাটক, সটীক,
২৭ কাব্যপ্রকাশ অলঙ্কার সটীক,
২৮ কুবলয়ানন্দ অলঙ্কার সটীক,
২৯ চন্দ্রালোক অলঙ্কার,
৩০ দশরূপ অলঙ্কার সটীক,
৩১ বামনকৃত কাব্যালঙ্কার-সূত্রবৃত্তি,
৩২ সংগীতপারিজাত,
৩৩ পিঙ্গলচ্ছন্দ সবৃত্তি,
৩৪ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র সটীক,
৩৫ সারদাতিলক তন্ত্র,
৩৬ মন্ত্রমহোদধি সটীক,
৩৭ রুদ্রযামল তন্ত্র,
৩৮ ইন্দ্রজালবিদ্যাসংগ্রহ,
৩৯ কামন্দকী নীতিসার,
৪০ মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব,

সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ মুনিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহ।

৪১ বীরমিত্রোদয়,

৪২ বেদান্তদর্শন, সভাষ্য সটীক অধিকরণমালা সহিত,

৪৩ ভামতী,

৪৪ বেদান্তপরিভাষা,

৪৫ বেদান্তসার সটীক,

৪৬ বিবেকচূড়ামণি,

৪৭ পঞ্চদশী সটীক,

৪৮ পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন সভাষ্য,

৪৯ সাংখ্যদর্শন সভাষ্য,

৫০ অনিরুদ্ধবৃত্তিসহিত সাংখ্যসূত্র,

৫১ গৌড়পাদ ভাষ্যসহিত সাংখ্যকারিকা,

৫২ সাবরভাষ্য সহিত মীমাংসাদর্শন,

৫৩ মীমাংসাপরিভাষা,

৫৪ শাণ্ডিল্যসূত্র,

৫৫ জৈমিনীয় ন্যায়মালা,

৫৬ অর্থসংগ্রহ,

৫৭ ন্যায়দর্শন সভাষ্য সবৃত্তি,

৫৮ ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলী ও দিনকরী টীকা সহিত,

৫৯ শব্দশক্তিপ্রকাশিকা,

৬০ কুসুমাঞ্জলি সটীক,

৬১ উপমানচিন্তামণি,

৬২ অনুমানচিন্তামণি সটীক,

৬৩ তর্কামৃত,

৬৪ পাতঞ্জল দর্শন সভাষ্য সটীক,

৬৫ পাতঞ্জল দর্শন ভোজবৃত্তি সহিত,

৬৬ বৈশেষিক দর্শন সটীক,

৬৭ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ,

৬৮ অথর্ব্ববেদীয় ৩২খানি উপনিষৎ সভাষ্য,

৬৯ আরণ্যসংহিতা সভাষ্য,

৭০ ঈশকেন কঠ প্রশ্ন মুণ্ডমাণ্ডুক্য উপনিষৎ সটীক সভাষ্য,

৭১ গোপথ ব্রাহ্মণ,

৭২ ছান্দোগ্য উপনিষৎ,

সভাষ্য সটীক,

৭৩ তৈত্তিরীয় ঐতরেয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ সভাষ্য সটীক,

৭৪ দৈবত ব্রাহ্মণ এবং ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ সভাষ্য,

৭৫ নিরুক্ত অর্থাৎ বৈদিক অভিধান সভাষ্য সটীক,

৭৬ নৃসিংহতাপনী উপনিষৎ সভাষ্য সটীক,

৭৭ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ সভাষ্য সটীক,

৭৮ শুক্লযজুর্ব্বেদসংহিতা সভাষ্য,

৭৯ মুক্তিকোপনিষৎ,

৮০ শুক্লযজুর্ব্বেদের প্রাতিশাখ্য সভাষ্য,

৮১ সামবেদ সংহিতা সভাষ্য,

৮২ অধ্যাত্ম রামায়ণ সটীক,

৮৩ অগ্নিপুরাণ,

৮৪ কল্কিপুরাণ,

৮৫ গরুড়পুরাণ,

৮৬ বিষ্ণুপুরাণ সটীক,

৮৭ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ,

৮৮ মৎস্যপুরাণ,

৮৯ মার্কণ্ডেয় পুরাণ,

৯০ লিঙ্গপুরাণ,

৯১ ভগবদ্গীতা সভাষ্য সটীক,

৯২ অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা, ভাগ্‌ভটকৃত বৈদ্যক শাস্ত্র,

৯৩ চক্রদত্ত বৈদ্যক,

৯৪ চরকসংহিতা বৈদ্যক,

৯৫ মাধবনিদান বৈদ্যক সটীক,

৯৬ ভাবপ্রকাশ বৈদ্যক

৯৭ মদনপাল বৈদ্যক অভিধান,

৯৮ রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসরত্নাকর বৈদ্যক,

৯৯ সারঙ্গধরসংহিতা বৈদ্যক

১০০ সুশ্রুত সংহিতা ডল্লন কৃত টীকাসহিত বৈদ্য-শাস্ত্র,

১০১ বঙ্গসেনকৃত চিকিৎসাসার সংগ্রহ,

১০২ গণিতাধ্যায়,

১০৩ গোলাধ্যায়,

১০৪ বৃহৎসংহিতা,
১০৫ জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগ,
১০৬ অশ্বশাস্ত্র অশ্ববৈদ্যক,
১০৭ আশ্বলায়ন কৃত গৃহ্যসূত্র সভাষ্য,
১০৮ শূলপাণিকৃত প্রায়শ্চিত্তবিবেক সটীক।

এই সকল গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ করিবার নিমিত্ত প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং পুস্তকের মূল্য ব্যয়ানুসারে নিরূপণ করিয়াছেন।

তর্কবাচস্পতি মহাশয় যখন দেখিলেন, তাঁহার পুত্র ঐ সকল গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন এবং কুলক্রমাগত প্রথানুসারে নানা দেশ হইতে সমাগত ছাত্রদিগকে অন্ন দিয়া বিদ্যাদান করিতেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে বুঝিলেন যে, আমার পুত্র আমার ও বংশের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। অতঃপর আমার সংসারে অবস্থিতি করিবার আবশ্যক নাই।

অনন্তর ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে বাচস্পতি মহাশয় কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ফাল্গুন মাসে কাশী যাত্রা করেন। তথায় অবস্থিতি করিয়া তিনি বহু বিদ্যার্থীকে সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বেদ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ করেন। তিনি কাশীবাস কালে তিন বার তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রীয়, মৈথিলী, নেপালী, গুজরাটী, বাঙ্গালী প্রভৃতি কাশীবাসী সকল পণ্ডিতকেই নিমন্ত্রণ করিয়া প্রচুর অর্থ প্রদান করেন।

তিনি প্রত্যহ পঞ্চতীর্থ অর্থাৎ পঞ্চক্রোশী সীমা প্রদক্ষিণ করিতেন। একে কাশী অতিশয় উষ্ণপ্রধান প্রদেশ, তাহাতে চৈত্র মাসের সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে তাপিত হইয়া বিনা ছত্রে বিনা পাদুকায় পদব্রজে প্রতিদিন আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত

পর্য্যটন করিতেন। তাহাতেও তিনি কিছুমাত্র ক্লেশানুভব করেন নাই। কিন্তু ঐ নিদাঘকালে প্রচণ্ড দিনকর-কিরণে তাপিত হওয়ায় ক্রমেই বলের হ্রাস হইতে লাগিল। একদিন সূর্য্যতাপে তাপিত হইয়া অসি নামক নদীর শীতল জল মস্তকে প্রদান করায় তাঁহার সর্দ্দিগর্ম্মি হয়, এবং পর দিবস জ্বর ও কক্ষদেশে স্ফোটকের উদয় হয়। তজ্জন্য তিনি অনেক দিন শয্যাগত ছিলেন। ঐ সময়েও অনেক দণ্ডী ও পরমহংস তাঁহার নিকট রাজযোগ ও হটযোগের অনুষ্ঠানপদ্ধতি অবগত হইবার জন্য আসিতেন। পীড়িতাবস্থাতেও তিনি আগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সকল অভ্যাগত বৃদ্ধ দণ্ডী ও পরমহংস ব্রহ্মচারীদিগকে যোগের নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া দিতেন। কিন্তু সাঙ্ঘাতিক স্ফোটক নিবন্ধন তাঁহার শরীর ক্রমশঃ অতিশয় শীর্ণ হইয়া পড়ে। অনন্তর ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের ৭ই আষাঢ় দিবা দুইটার সময় তাঁহার এক মাত্র পুত্র শ্রীমান্ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহোদয়ের সমক্ষে পার্থিব শরীর পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

তৎপরে তাঁহার পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গেরা মৃতদেহ লইয়া যাইবার সময় রাজপথে দরিদ্রগণকে রৌপ্যখণ্ড বিতরণ করিতে ২ মণিকর্ণিকার ঘাটে উপস্থিত হইয়া, চন্দনকাষ্ঠ ও ঘৃতের দ্বারা দাহাদি কার্য্য সমাধা করেন। এই সময় একটী আশ্চর্য্য ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। দাহের পরক্ষণই জাহ্নবীর জল উচ্ছলিত হইয়া শ্মশান প্লাবিত করে। কিন্তু বিন্দুমাত্র জল উহার সমতল ভূমিস্থ দুই পার্শ্বের দুইটী শবের চিতা স্পর্শ করে নাই। ঐ সময়ে ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য প্রায় ২০ জন সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন।

সকলেই এই ঘটনা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং উহারা গঙ্গার জল কেনইবা তাঁহার চিতা ধৌত করিয়া গেল, ইহার কারণ স্থির করিতে পারিলেন না।

এই আশ্চর্য্য ঘটনার যাথার্থ্য বিষয়ে আমার সন্দেহ হওয়াতে বাচস্পতি মহাশয়ের পুত্রের নিকট আমি জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছি।

৮ই আষাঢ় বাচস্পতি মহাশয়ের পুত্র কাশীধাম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

তদনন্তর ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজারা এবং অসংখ্য সম্ভ্রান্ত লোকেরা বাচস্পতি মহাশয়ের পুত্রের নিকট শোক প্রকাশ করিয়া টেলিগ্রাফ দ্বারা যে শোকসূচক সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তাহার মধ্যে কতিপয় টেলিগ্রাফের মর্ম্ম নিম্নে প্রদর্শিত হইল— যথা—

১০ই আষাঢ় কাশ্মীরের মহারাজা শ্রীযুত রণবীর সিংহ বাহাদুরের টেলিগ্রাম যথা—আপনার পিতার মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত শোকাতুর হইয়াছি। তিনি কেবল আপনারই পিতা ছিলেন না, আমারও পিতা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আপনিই যে কেবল শোকাতুর হইয়াছেন এমত নহে; আমার রাজ্যের সমস্ত প্রজা শোকে অভিভূত হইয়াছে।

ঐ দিবস ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজা শ্রীযুক্ত-রামবর্ম্মা বাহাদুরের টেলিগ্রাম যথা—আপনার পিতার মৃত্যুতে আজ সমস্ত ভারতবর্ষবাসী লোক সংস্কৃত শাস্ত্রের সূর্য্যালোক হইতে বঞ্চিত হইল। তাঁহার মৃত্যুতে আপনার ন্যায় আমিও যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি।

১১ই আষাঢ় বোম্বাই নগরের সন্নিহিত বরদা রাজ্যের